RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ২৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩০ ডিসেম্বর - ১২ জানুয়ারি, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 25, Cooch Behar, Friday, 30 December-12 January, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

ব্রাহ্ম মন্দির পার্ক ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী রবি

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্ম মন্দিরের মাঠের পার্কটি ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিলেন খোদ কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সম্প্রতি ব্রাহ্ম মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ১১ ডিসেম্বর ব্রাহ্ম মন্দির সংলগ্ন কোচবিহার প্রেস ক্লাবে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রবিবাবু জানান, 'ব্রাহ্ম মন্দিরের পার্কটি ঢেলে সাজাবার পাশাপাশি শিশুদের পার্কটিতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করার কথা।' তিনি এও জানান, যে পার্কটিতে এসে বাচ্চারা যাতে ভালোভাবে খেলাধূলা করতে পারে সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। এই নিয়ে বন দপ্তরের সাথে পুরসভার একপ্রস্থ কথাও হয়ে গেছে। রবিবাবু আরও বলেন যে 'পার্কটিতে নতুন করে আরও ফল এবং ফুলের গাছ লাগানো হবে। সেই গাছগুলির গায়ে লেখা থাকবে কোনটি কী গাছ ও সেই গাছের সম্পর্কে অল্প বৃত্তান্ত। এতে বাচ্চারা গাছগুলি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করবে এবং গাছ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারনাও হবে তাদের মধ্যে'। পার্কের সংস্কারের পাশাপাশি ব্রাহ্ম মন্দিরটিকেও সাদা রং করা হবে। সেইসাথে মন্দির চত্বরে সুনীতিদেবীর যে মূর্তিটি রয়েছে সেটিরও সংস্কার করা হবে বলে

তিনি জানান। এমনিতেই কোচবিহার শহরে শিশুদের খেলার জন্য পার্কের অভাব। ফলে ব্রাহ্ম মন্দিরের পার্কটি সংস্কার হলে শিশুদের খুব উপকার হবে। পুরসভার তরফে ব্রাহ্ম মন্দির ও তার পার্কটিকে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ নেবার জন্য পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে পুর এলাকার নাগরিকবৃন্দ।

নতুন বছরের শুরুতেই সুখবর, খুলছে কোচবিহার ডেয়ারি

পার্থ নিয়োগী: নতুন বছরে কোচবিহারবাসীর কাছে এক বড় উপহার হতে চলেছে দীর্ঘ ১৫ বছর পর পুনরায় কোচবিহার ডেয়ারি চালুর ঘোষণা। প্রায় ১৫ বছর ধরে নানা জটিলতায় বন্ধ হয়েছিল কোচবিহারের একমাত্র শিল্পপার্ক চকচকার এই ডেয়ারিটি। ২০২৩ এর ১ এপ্রিল এই ডেয়ারি খুলবে বলে জানা গেছে। বাইরের কেউ নয়। খোদ কোচবিহারেরই শিল্পোদ্যোগী সুন্দরলাল চোপড়া এই বন্ধ ডেয়ারি চালু করতে এগিয়ে এসেছেন। প্রায় ৯ কোটি টাকা লোন নিয়ে এই ডেয়ারি খুলতে বিনিয়োগ করেছেন সুন্দরলাল বাবু। স্থানীয় গোয়ালাদের থেকেই দুধ কেনা হবে বলে তিনি জানান। সব মিলিয়ে প্রতিদিন ৫০ হাজার লিটার দুধ এখানে উৎপাদন হবে। তারমধ্যে ২০ হাজার লিটার দুধ বিক্রি হবে। বাকি দুধ, ঘি, মাখন, পনীর সহ বিভিন্ন দুগ্ধ জাতীয় খাবারের জন্য ব্যবহার করা হবে। ইতিমধ্যেই ডেয়ারি চালু করবার প্রাথমিক পরিকাঠামো গঠনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই ডেয়ারি চালু হলে স্থানীয় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ডেয়ারিজাত সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে চকচকা শিল্পকেন্দ্রও কিছুটা হলেও প্রাণ ফিরে পাবে।

বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্য প্রথম দিনহাটার সৌম্যজিৎ পাল

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য বৃত্তি পরীক্ষায় দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে রাজ্যে প্রথম হয়েছে দিনহাটার সৌম্যজিৎ পাল। সৌম্যজিতের বাবা গৌতম পাল পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক, মা রিঙ্কু পাল গৃহবধূ। গৌতম বাবু জানান ছেলের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই খবর জানিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই সৌম্যজিতের বাড়িতে এখন খুশির হাওয়া। সৌম্যজিত জানায়, সে বড়ো হয়ে বিজ্ঞানী হতে চায়। পড়াশোনার অবসরে আঁকতে বা খেলাধুলা করতে ভালোবাসে সৌম্যজিৎ। সৌম্যজিতের বাবা-মা জানান, ছেলেকে পড়াশোনার বিষয়ে সেভাবে কখনও বলতে হয় না। তাকে নিয়ে আশাবাদী ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম

রায় জানান, রাজ্যে এতজনের মধ্যে সৌমজিৎ এর সাফল্যে তাঁরা সকলেই গর্বিত। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিষদের দিনহাটার শাখার পক্ষে ধনঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, এবছর রাজ্যে প্রায় দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে। নির্দিষ্ট দিনে কৃতীদের সংবর্ধনা স্বরূপ আর্থিক মূল্য ও ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।

ছেলের জন্মদিনে রক্তদান মায়ের

পার্থ নিয়োগী: নিজের ছেলের জন্মদিনে রক্তদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কোচবিহার শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের মান্টুদাস গুপ্ত পল্লীর গৃহবধূ জ্যোতি মন্ডল। গত ২২ ডিসেম্বর ছিল তার একমাত্র পুত্র অর্নিবান মন্ডলের সপ্তম জন্মদিন। সেদিন অর্নিবানের মা জ্যোতি মন্ডল এক সমাজকর্মীর কাছ থেকে এক থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত রোগীর রক্তের দরকারের খবর পান। ঐ থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে জ্যোতির রক্তের গ্রুপ মিলে যায়। ফলে আর দেরি করেননি তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। সেখানে পৌছে রক্তদান করেন তিনি। এর আগেও এমন এক মুমুর্ষ রোগী কে রক্তদান করেন জ্যোতি দেবী। তবে এবারে ছেলের জন্মদিনে এভাবে রক্তদান করতে পেরে খুশি তিনি। সেইসাথে তিনি বলেন ' এটা একজন মানুষের ধর্ম। আর সেটাই আমি মানুষ হিসেবে করেছি। যাতে আমার ছেলেও বড় হয়ে মানুষের পাশে দাড়াবার শিক্ষাপায়'। স্বভাবিক ভাবেই জ্যোতি মন্ডলের এহেন কাজ দেখে তার পরিবার,প্রতিবেশি ও আত্মীয় বন্ধুরাও খুশি।

দেশের মধ্যে কোচবিহারেই প্রথম অল্টারনেট ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতিতে শুরু হচ্ছে বোরো ধানের চাষ

কোচবিহার: আবহাওয়াকে দূষণমুক্ত রাখার পাশাপাশি জলের অপচয় কমাতে এবার অল্টারনেট ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতিতে বোরো ধানের চাষ শুরু হচ্ছে কোচবিহার জেলায়। বেঙ্গালুরুর সংস্থা কেশর ক্লাইমেটের পরিচালনায় ও সাতমাইল সতীশ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এবং জেলা কৃষি দপ্তর ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ১৯ ডিসেম্বর সাতমাইল সতীশ ক্লাব প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে বোরো ধানের চাষের উদ্বোধন করা হয়। রাজ্যে তো বটেই এমনকি দেশেও কৃষি জমিতে এই পদ্ধতিতে চাষ সম্ভবত এই প্রথম। জেলা কৃষি দপ্তর ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে প্রাথমিকভাবে জেলাতে এক হাজার হেক্টর জমিতে এই পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষ করা হবে। আগামী দশ বছরের মধ্যে ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে এই ধান চাষের লক্ষ রয়েছে। বোরো ধান চাষ করার সময় এতদিন কৃষকরা মনে করতেন জমিতে জল নাথাকলে আরও বেশি করে জল দিতে হবে। এর ফলে অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে ধানের জমিতে জল দাঁড়িয়ে আছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকার ফলে সেখান থেকে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। যা খুবই ক্ষতিকারক। কারণ এক কেজি মিথেন গ্যাস ২৮ কেজি কার্বন ডাই অক্সাইডের সমান। ফলে এই মিথেন গ্যাসের কারণে আবহাওয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। নষ্ট হচ্ছে ওজন স্তর। সব মিলিয়ে ভয়াবহ ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। কিন্তু নতুন এই প্রকল্পে জলের ব্যবহার ঠিক রাখতে বোরো ধানের জমিতে ৩০ সেমি উচ্চতার একটি পলিথিনের পাইপের ১৫ সেমি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে। এবার বোরো ধানের জমিতে উপরে জল না থাকলেও মাটিতে পুঁতে দেওয়া পাইপের ভেতরে ১২ থেকে ১৫ সেমির মত জল থাকলে জমিতে আর জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জল তার নীচে নেমে গেলে পরিমাপ মত জল দিতে হবে। এতে চাষের জমিতে জলও যেমন কম লাগবে তেমনি জলের অপচয়ও কমবে। আবার জমিতে জল দাঁড়িয়ে না থাকার কারণে মিথেন গ্যাসও উৎপন্ন হবে না। এতে পরিবেশও রক্ষা পাবে আবার ওজন স্তরও রক্ষা পাবে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে, কোচবিহার জেলায় প্রায় ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে গড়ে প্রায় ৫ টন ধান উৎপন্ন হয়।

উৎসাহে পালিত হল বড়দিন কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: শীতের আমেজ গায়ে লাগিয়ে মানুষের উৎসাহে কোচবিহারে বড়দিন হয়ে উঠল আক্ষরিক আনন্দের দিন। ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকেই আগ্রহ ছিল কখন বাজবে রাত ১২ টা? গীর্জার ঘন্টায় রাত ১২ টার ঘন্টা বাজতেই মোমবাতি হাতে প্রভু যীশুর বন্দনায় বসল যীশুভক্তেরা। ক্রিশমাস ক্যারলে মুখরিত হল চার্চ। মুঠোফোনের থেকে মুঠোফোনে চলল মেরিক্রিশমাস মেসেজের ঢল। সকাল থেকেই উৎসবের আমেজ। বেলা গড়াতেই এন এন পার্কে, রাজবাড়িতে, নীলকুঠি রেলঘুমটির ক্যাথলিক চার্চে মানুষের ঢল উপচে পড়ল। ব্যাতিক্রম হয়নি রাজনৈতিক নেতারাও। তারাও জনসংযোগের জন্য বেছে নিলেন বড়দিনকে। তবে তৃণমূল রাজ্য সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রতিবারের মত

এবারেও গেলেন গারোপাড়ার চার্চে। শিশুদের সাথে কেক, চকলেট নিয়ে মাতলেন বড়দিনের আনন্দে। শহরের রেস্তোরাঁগুলোতে সারাদিন ভিড়। বড়দিন উপলক্ষে অনেক রেস্তোরাঁয় হয়েছিল স্পেশাল মেনুর আয়োজন। চার্চের পাশাপাশি কোচবিহার রামকৃষ্ণ মঠেও ছিল ভক্তদের ভিড়। বড়দিনে প্রভু যীশুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বেলুড় মঠের পাশাপাশি কোচবিহার রামকৃষ্ণ মঠেও আয়োজন করা হয়েছিল যীশু পুজোর। মঠের মূল মন্দিরে ঠাকুর, মা, স্বামিজীর মূর্তির পাশে মাতা মেরির কোলে প্রভু যীশুর ছবি আলোকিত ক্রিশমাস ট্রির পাশে রেখে নিয়ম মেনে পুজো করা হল। যা দেখতেও ভক্তদের ভিড় হয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠে। সন্ধ্যায় নীলকুঠি রেলঘুমটির চার্চে মানুষের ঢল নামে। চার্চ সংলগ্ন এলাকা মেলার রূপ নেয়। যানজট ঠেকাতে প্রচুর পুলিশ এদিন মোতায়েন ছিল এখানে। এবারের বড়দিনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল শহরের বিশ্বসিংহ রোডের মীনাকুমারী চৌপথি এলাকায় ক্রিশমাস কার্নিভাল। কোচবিহারের বুকে এই প্রথম এ ধরনের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন বয়সের মানুষ এই কার্নিভালে এসে আনন্দে মাতেন। কার্নিভালে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্টলে এদিন মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। সব মিলিয়ে বড়দিন হয়ে উঠলো কোচবিহারে প্রতিটি মানুষের উৎসব।

কৃষি মেধাস্বত্বের অধিকার নিয়ে কর্মশালা

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ১৮ এবং ১৯শে ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ কোচবিহার জেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো "কৃষি মেধাস্বত্ব অধিকার" বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণশিবির। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষার্থী ও বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কৃষক, কৃষি গবেষক, অধ্যাপক সহ এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৭০ জন প্রতিনিধি ও দর্শক-শ্রোতা। কর্মশালার উদ্বোধন করেন নিউ দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংসদের ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ আরসি আগরওয়াল। উদ্বোধনী পর্বে কৃষকের কৃষি সম্পদের স্বত্বাধিকার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ স্বরূপ

কুমার চক্রবর্তী, রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুত পাল, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সত্যজিৎ চক্রবর্তী, কৃষি গবেষণা অধিকর্তা অধ্যাপক অপূর্ব চৌধুরী, অধ্যাপক বিধান রায় ও বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞানী। এই দুদিনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবির থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে।

কোচবিহারে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিউজ ডেস্ক: কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পুন্ডিবাড়ি বাজারের দুটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। আজ সকালে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দেখতে পান দুটি সোনার দোকানের শাটার খোলা রয়েছে। পুন্ডিবাড়ি থানার থেকে পুন্ডিবাড়ি বাজার ঢিল ছোড়া দূরত্বে হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে ব্যবসায়ীরা। এই চুরির ঘটনায় কয়েক লক্ষ টাকার সোনা এবং রূপোর গয়না সহ বেশ কিছু নগদ টাকা খোয়া গেছে।

আবাস যোজনার দুর্নীতির প্রতিবাদে ডেপুটেশন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: আবাস যোজনার দুর্নীতির প্রতিবাদে ও প্রকৃত প্রাপকদের ঘরের দাবীতে, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত তালিকা প্রকাশের দাবিতে ও অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ চালু করার দাবিতে আজ দিনহাটা-১ নং ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয় সারা ভারত কৃষক সভা দিনহাটা-১নং ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে। এদিন দিনহাটা প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবন থেকে মিছিল শুরু হয়ে দিনহাটা-১ নং ব্লক অফিসে এসে পৌঁছায়। মিছিল বিডিও অফিস চত্বরে এসে পৌঁছালে সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা মিছিল ভেতরে ঢুকতে বাঁধা দেওয়ায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কৃষকসভার সদস্যরা। পরবর্তীতে কৃষকসভার এক প্রতিনিধি দল গিয়ে বিডিও-র কাছে তাদের স্মারকলিপি তুলে দেন।

আজ একই দাবিতে দিনহাটা-২ নং ব্লকের বিডিও অফিসেও ডেপুটেশন দেওয়া হয় সারা ভারত কৃষকসভা দিনহাটা-২নং ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে। দিনহাটা-১নং ব্লকের আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষকসভার জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তারাপদ বর্মন, কৃষকসভার জেলা কমিটির সদস্য এমদাদুল হক, কৃষকনেতা গৌরাঙ্গ পাইন, মজিবর রহমান সহ অন্যান্যরা। দিনহাটা-২নং ব্লকের আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষকসভার দিনহাটা-২নং ব্লক কমিটির সম্পাদক সুনীল সরকার, সারা ভারত কৃষকসভার জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ সরকার, দেবেন বর্মন প্রমুখরা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার পুরস্কার পেলেন ভগীরথ দাস ও অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন শশীবালা অধিকারী

বিশেষ সংবাদদাতা: এবছর অমিয়ভূষণ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন প্রখ্যাত অধ্যাপক, কবি, ঔপন্যাসিক, লোকসংস্কৃতি সংগঠক, গবেষক শ্রী ভগীরথ দাস। বাংলা এবং রাজবংশী ভাষার একজন শক্তিশালী লেখক ভগীরথ দাস দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতভাবে বাংলা ও রাজবংশী ভাষায় সমানভাবে কাজ করে চলেছেন। আর সাহিত্য জগতে তার অসামান্য কৃতিত্বের জন্য এ বছর তাকে অমিয়ভূষণ মজুমদার পুরস্কার প্রদান করা হয়। একইসাথে এবছর অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন শ্রীমতী শশীবালা অধিকারী। রাজবংশী ও বাংলা দুই ভাষাতেই তার লেখনী সচল। কবি, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক

শশীবালা অধিকারী। তার শ্রম, তার লড়াই, তার কাজ তাকে এই স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। গত ২৭ ডিসেম্বর দিনহাটা সংহতি ময়দানে বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে ভগীরথ দাস ও শশীবালা অধিকারীর হাতে এই সন্মান তুলে দেওয়া হয়। তাদের হাতে এই সন্মান তুলে দিতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, রাজবংশী ডেভলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, অতিরিক্ত জেলাশাসক রবিরঞ্জন, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার প্রমুখ ব্যাক্তিগণ। ভগীরথ দাস ও শশীবালা অধিকারীর এই সন্মান পাওয়ায় উচ্ছসিত কোচবিহারের সাহিত্যমহল।

বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর সাফ দাবি ঘর নেই ভোট নেই

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী

কোচবিহার: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নাম থাকা সত্বেও ঘর নেই। এই অভিযোগে পঞ্চায়েতের স্বামীকে ডেকে এনে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। রবিবার রাতে বামনহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/১৩০ নম্বর বুথের ধরলার পাড় এলাকার বাসিন্দারা ঘরের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রত্যেকে গরিব মানুষ। সার্ভে হয়েছে তবু ঘর নেই। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর সাফ দাবি ঘর নেই ভোট নেই। স্থানীয় বাসিন্দা জলীনা বেওয়া বলেন, আমরা জানি আমাদের গ্রামের প্রায় সকলের নামে আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় নাম ছিল, এখন শুনতে পাচ্ছি এই এলাকায় মাত্র দুজনের নাম রয়েছে। আমাদের ভাঙ্গা বাড়ি সার্ভে করে নিয়ে যাওয়ার পরেও ঘর নেই । আমাদের ছেলেরা ভিন রাজ্যে কাজ করে। প্রথম লিস্টেই আমাদের ঘর চাই। অপরদিকে ফেলানী বেওয়ার সাফ দাবি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দিক না হলে ভোট নেই। এছাড়াও ওই এলাকার বাসিন্দা সেরাজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমরা শুনেছি ধরলার পাড়ে ৬০ টি আবাস যোজনার ঘর এসেছে, কিন্তু এখন বলছে মাত্র দুটি ঘর এসেছে। প্রথম তালিকাতে আমরা ৬০টি ঘর চাই। আজ সেই কারণেই গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ৭/১৩০ নম্বর বুথের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা শিবন্তি বর্মনের স্বামী ক্ষিতীন বর্মনকে ডেকে এনে বিক্ষোভ দেখান। শিবন্তি বর্মনের স্বামী ক্ষিতীন বর্মন বলেন ৭/১৩০ নম্বর বুথে আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় ২০০ জনের নাম রয়েছে। পাশাপশি ধরলার পাড় এলাকায় ৫০ থেকে ৫৫ টি নাম রয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে । প্রথম ধাপে কয়েকটি ঘর এসেছে। পরে আরও ধাপে ধাপে সকলের ঘর আসবে। আর সেই ভুল বোঝার কারণে আমাকে ডেকে এনে বিক্ষোভ দেখান তারা।

গণ্ডার পর্যটনের সার্কিট তৈরি করতে পাতলাখাওয়া প্রজেক্টে বরাদ্দ তিন কোটি

কোচবিহার: গণ্ডারের তৃতীয় আবাসের পথে কোচবিহারের পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল। বহু পুরানো এই ভাবনাটি নতুন করে বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে বন দপ্তর। ২৭ ডিসেম্বর কোচবিহারে এসে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, জলদাপাড়া, গরুমারার পর পাতলাখাওয়াকে নিয়ে গণ্ডার পর্যটনের একটি সার্কিট তৈরি করা মুখ্যমন্ত্রীর একটি সাধের প্রকল্প। উল্লেখ্য, পাতলাখাওয়া প্রজেক্টের জন্য ইতিমধ্যে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বনদপ্তরের উদ্যোগে এই এলাকায় পর্যটকদের রাত কাটানোর জন্য বনবাংলো তৈরি হচ্ছে।

কোচবিহার শহর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে এই পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ হল প্রায় ৭০ হেক্টরের বেশি জায়গা জুড়ে থাকা রসমতি ঝিল। বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বনমন্ত্রী থাকাকালীন এই প্রকল্পটির জন্য ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অনুদান হয়েছিল। গণ্ডারের খাবারের জন্য তৃণভূমি তৈরি সহ কিছু কটেজ নির্মাণ ও ওয়াচ টাওয়ার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে মাঝপথে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। এবার পাতলাখাওয়ার পাশাপাশি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পেও বাঘ ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী। তিনি জানান, বক্সায় ছাড়ার জন্য ৬টি বাঘ দিতে রাজি হয়েছে অসম সরকার। জ্যোতিপ্রিয় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নের প্রকল্প রূপায়ণে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেয়ে বক্সার দুটি বস্তির পুনর্বাসন। তিনি বলেন, এই দুটি বস্তির পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত বাঘ ছাড়া যাবে না। এই পুনর্বাসনের জন্য ঐ দুই বস্তির প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণসহ অন্য সুবিধা দিতে হবে। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে বরাদ্দ দেওয়ার কথা তা এখনও মঞ্জুর না হওয়ায় প্রকল্পটি আটকে রয়েছে। জ্যোতিপ্রিয় জানান, এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বনদপ্তরের কথা হয়েছে। কেন্দ্র অর্থ মঞ্জুর করার আশ্বাসও দিয়েছে। সেটা হলেই পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এই দুটি বড় প্রকল্প ছাড়াও নগর ভাটিকা নামে একটি নতুন কর্মসূচি নিয়েছে বনদপ্তর। এই প্রকল্পে শহর এলাকায় ১০ হেক্টর জমিতে বনভূমি গড়ে তুলবে বনদপ্তর। কোন শহরে একলপ্তে ১০ হেক্টর জমি না পেলে ছোট ছোট ভূখণ্ডে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সমস্যা রয়েছে। বনমন্ত্রী জানান, পাইলট প্রোজেক্ট করা হচ্ছে কোচবিহারে। এরপর একে একে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িসহ উত্তরঙ্গের অন্য শহরে এই নগর ভাটিকা প্রোজেক্ট বাস্তবায়নের ভাবনা আছে।

পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে বড়দিন পালন চিকিৎসক অজয় মন্ডলের

পার্থ নিয়োগী: বড়দিনে দিনহাটার আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের কাছে ঠিক যেন সান্তাক্লজ হয়ে তাদের কাছে এলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার অজয় মন্ডল। এদিন তিনি আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ৫০ জন শিশুর সাথে বড়দিন পালন করেন তিনি। মাথায় সান্তার টুপি পড়ে ৫০ জন শিশুর সাথে প্রথমে তিনি বড়দিনের কেক কাটেন। এরপর ঐ শিশুদের নিয়ে তিনি দিনহাটার এক নামী রেস্তোরাঁয় জান। তারপর ঐ শিশুদের তিনি পেট পুরে মধ্যাহ্নভোজন করান। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, আলু ভাজা, মাছের ঝোল, চাটনি, মিষ্টি। চিকিৎসক অজয় মন্ডল ও তার স্ত্রী মধুমিতা মন্ডল ভোজন পর্বের পুরো সময় এই শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে দেখভাল করেন। এই প্রসঙ্গে অজয়বাবু বলেন, 'এরাই আমার ঈশ্বর, এরাই আমার যীশু, তাই এই দিনটা ওদেরকে সাথে নিয়ে

পালন করতে পেরে খুব ভাল লাগছে।' উল্লেখ অজয়বাবু এ ধরনের সামাজিক কাজ সারা বছর ধরেই করেন। তাই তাকে ডাকা হয় মানবিক চিকিৎসক হিসেবে।

পিএফ খাতে বকেয়া দেড়কোটি, আগাম জামিন পেতে তৎপর চাবাগানের ডিরেক্টররা

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার ৬৫টি চাবাগানের ডিরেক্টররা কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের জন্য তাঁদের গোপন ডেরা থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোহিনুর চা বাগানের মালিক ইতিমধ্যেই কোলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন।

সূত্রে জানাগেছে, ঐ বাগানে প্রায় দেড়কোটি টাকা পিএফ খাতে বকেয়া রয়েছে। ৬৫টি চাবাগানের পিএফ খাতে বকেয়া টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। নয়া সাইলি চা বাগানের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করতেই নড়েচড়ে বসে মালিক কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগান গুলিতে পিএফ নিয়ে ইতিমধ্যে চাপা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পিএফ নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে আধিকারিকদের নজরে এসেছে, বহু চা বাগানের মালিকপক্ষ অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটির টাকা পরিশোধ করছেন। ফলে বিপাকে পড়েছেন বকেয়া ফেলা চা বাগান মালিকরা।কারণ চা বাগানের মালিক সংগঠনগুলি বকেয়া ফেলা চা বাগানের মালিকদের কোনরকম সাহায্য করছেনা। বকেয়ার জন্য বাগানগুলিতে পিএফ-এর জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়ছে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বাড়ছে বকেয়ার পরিমাণ।

এদিকে চা বাগানের ডিরেক্টরদের জামিনের জন্য আইনজীবীদের মাধ্যমে চা বাগান কর্তৃপক্ষ একটি নথি তৈরি করেছে। পিএফ কর্তৃপক্ষ চা বাগান মালিকদের কলকাতার পাশাপাশি ভিনরাজ্যে যে সব বাড়ি রয়েছে সেখানে হানা দেবে। শুধু তাই নয়, বকেয়া ফেলা ৬৫টি চা বাগানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে টাকা তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নর্থবেঙ্গল টি এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ রায়ের অভিযোগ, বকেয়া পিএফ আদায়ের জন্য কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে চা বাগান মালিকদের সাহস বেড়ে গিয়েছে। সহকারী পিএফ কমিশনার লিও জোসেফ মারান্ডি জানিয়েছেন, তাঁদের দপ্তরের ইন্সপেক্টর বকেয়ার বিষয় বাগানে বাগানে গিয়ে তদন্ত করছেন। এছাড়া কলকাতা হাইকোর্টে চা বাগানের ডিরেক্টরদের জামিন হচ্ছে কিনা তার উপর নজর রাখা হচ্ছে।

প্রাথমিকে বেআইনি নিয়োগের অভিযোগে বরখাস্ত ৫৩

প্রাথমিক স্কুলে বেআইনিভাবে নিয়োগের অভিযোগে ৫৩ জনের চাকরি বাতিল করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এর আগে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বেআইনিভাবে চাকরি করার অভিযোগে ২৬৯ জনের চাকরি বাতিল করছিলেন। ঐ শিক্ষকরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে শীর্ষ আদালত তাঁদের বক্তব্য শোনার জন্য হাইকোর্টকে নির্দেশ দেয়। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে হলফনামা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ৫৪ জন তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেও বাকিরা হলফনামা জমা দেননি। এই ৫৪ জনের মধ্যে একজন ২৩ ডিসেম্বর আদালতে হাজির না হওয়ায় তাঁকে ১০ হাজার টাকার জরিমানা করা হয়। হলফনামার বয়ান দেখে বাকি ৫৩ জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এই নির্দেশের পরই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, চাকরি খোয়ানো শিক্ষকদের নিয়ে তিনি কালীঘাটে যাবেন। চাকরী পাওয়ার জন্য যে টাকা তাঁরা দিয়েছিলেন সেই টাকা তাঁরা ফেরত দেওয়ার দাবি জানাবেন।

অন্যদিকে, নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির মামলায় ৯৫২ জনের বাবার নাম ও তিনি কোথায় কর্মরত, সেই স্কুলের নাম সহ ঐ তালিকা নতুন করে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে আদালত জানতে চেয়েছিল নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে কতজন ভুয়ো সুপারিশপত্র পেয়েছেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন তখন ১৮৩ জনের নাম জানিয়েছিল। কিন্তু সিবিআই আদালতে যে রিপোর্ট তাতে জানানো হয়েছিল ৯৫২ জনের ওএমআর শিট বিকৃত করে সুপারিশপত্র দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী বিচারপতি ৯৫২ জনের ওএমআর শিট প্রকাশ কারর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী ২৮ ডিসেম্বর রাতে কমিশন ওএমআর শিটগুলি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। ঐ তালিকায় প্রার্থীদের নামের পাশে বাবা ও স্কুলের নাম না থাকায় বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নতুন নির্দেশ দেয়। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ২৯ ডিসেম্বর। ২০১৬ সালে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক ১৩ হাজার নাম নিয়োগের জন্য তালিকাভুক্ত হয়। অভিযোগ ওঠে, মেধা তালিকা না থাকলেও অনেককে চাকরি দেওয়া হয়েছে।

ছুটছে "বন্দে ভারত" হাওড়া-এনজেপি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ট্রায়াল রান

শিলিগুড়ি: সফল ভাবে সম্পন্ন হলো বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রথম ট্রায়াল রান। সোমবার দুপুর ২টা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছালো বন্দেভারত এক্সপ্রেস।সোমবার সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বন্দেভারত এক্সপ্রেস।এরপরই প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছালো ট্রেন। রেল সূত্রের খবর এই ট্রেনের গতিবেগ হবে ঘন্টায় প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার। তবে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে মালদা পর্যন্ত লাইন উন্নতিকরণ না হওয়ায় আপাতত ওই রুটে ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় ছুটবে বন্দেভারত এক্সপ্রেস। আপাতত শতাব্দী এক্সপ্রেসের পাশাপাশি চালানো হবে এই ট্রেনটিকে।এদিন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে বন্দেভারত ট্রেনের ট্রায়ালের জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

ম্যাথম্যাটিকাল পার্ক স্থাপন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল কোচবিহার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ

পার্থ নিয়োগী: অঙ্ক নাম শুনলে অনেকেরই জ্বর আসে। অথচ মজার করে নিলে অঙ্ক হয়ে ওঠে সবচেয়ে সহজ বিষয়। আর সেটাই বাস্তবে করে দেখাতে এগিয়ে এল কোচবিহার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের মধ্যে প্রথম ম্যাথম্যাটিকাল পার্ক উদ্বোধন হল বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে। আর এর পুরো কৃতিত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত ২৫ ডিসেম্বর এই ম্যাথম্যাটিকাল পার্কটি উদ্বোধন হয়। এই পার্কটির নামকরণ করা হয় রামানুজ ম্যাথ অ্যাকটিভিটি পার্ক। স্কুলের মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে ম্যাথ পার্কটি করা হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কংক্রিট ও লোহার তৈরি বিভিন্ন আকৃতির গণিতের ত্রিকোণমিতি, পরিমিতির বিভিন্ন মডেল। এদিন এই পার্কে উন্মোচিত হল আর্ন্তজাতিক খ্যাতী সম্পন্ন গণিতজ্ঞ শ্রী নিবাস রামানুজনের আবক্ষ মূর্তি। পার্কের পাশাপাশি এদিন বিদ্যালয়ে একটি ম্যাথমেটিক্স ল্যাবরেটরিরও উদ্বোধন হয়। এই ম্যাথম্যাটিকাল এর ফলে অঙ্কের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে বলে শিক্ষক মহলের দাবী। এদিনের অনুষ্ঠানের সবশেষে ছিল রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর পার্থ সারথী মুখোখপাধ্যায় এর অনবদ্য সেমিনার।

প্রকাশিত বাও

বিশেষ সংবাদদাতা: কোচবিহারের তরুণ কবি দুর্গেশ বর্মন অনেকদিন ধরেই রাজবংশী ভাষার সাহিত্য পত্রিকা 'বাও' সম্পাদনা করে চলেছেন। সম্প্রতি সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে কোচবিহারের তল্লিতলায় কবি ধিতৃশ্রী রায়ের বাড়িতে 'বাও' এর বর্তমান সংখ্যা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হল। উপস্থিত ছিলেন, গবেষক জ্ঞানবিলাস যোশিত রায়, কবি সুবীর সরকার, প্রকাশক শচীন বর্মন, কবি খোকন বর্মন, শিল্পী পংকজ বর্মন এর মত ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গের রাজবংশী ভাষার কবিতা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে এদিনের অনুষ্ঠানকে এক অন্যমাত্রায় পৌছে দেয়। আর বাড়তি পাওনা হিসেবে ছিল কবি ধিতৃশ্রী রায়ের কণ্ঠের চমৎকার ভাওয়াইয়া গান।

প্রকাশিত হল সাহিত্যিক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার এর রচনাবলীর দ্বিতীয় খন্ড

পার্থ নিয়োগী: ২৮ ডিসেম্বর কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির প্রেক্ষাগৃহে জেলা তথা রাজ্যের সনামধন্য সাহিত্যিক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার এর রচনাবলী র দ্বিতীয় খন্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো।বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি শ্রী রণজিৎ দেব এবং অধ্যাপক শ্রী জয়দীপ সরকার মহাশয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক,কবি ও সমাজকর্মীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার ছায়া পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইটিতে লেখকের চারটি উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ ও আইনি আকবরীর বাংলা অনুবাদ রয়েছে, যা সম্ভবত বাংলাভাষাতে প্রথম। দিগ্বিজয় দে সরকারের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট কবি শ্রী রণজিৎ দেব ও অধ্যাপক শ্রী জয়দীপ সরকার মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে থেকে অনেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।সাহিত্যিক শ্রী দিগ্বিজয় দে সরকার তাঁর আলোচনায় সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সোমনাথ ভট্টাচার্য।সমগ্র অনুষ্ঠানটি সকলের কাছে মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

সম্পাদকীয়

নতুন বছর বাচতে শেখাক

বিদায় ২০২২। অতীতের অন্য বছরের তুলনায় এই বছরটা ছিল একটু আলাদা। কারণ ২০২০-২০২১ এই দুটি বছর করোনা অতিমারিতে বিপর্যস্ত ছিল সারা বিশ্ব। তাই ২০২২ থেকেই আবার চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করবে বিশ্ব এটাই ছিল সকলের আশা। পুরোপুরিভাবে না হলেও অনেকটাই চেনা ছন্দে চলা শুরু করেছিল পৃথিবী। কিন্তু বছর শেষে সারা বিশ্বে আবার করোনার ভ্রুকুটি দেখান শুরু করল সেই চীন থেকেই। বেলাগামভাবে নতুন প্রজাতির কোভিড ভাইরাস বৃদ্ধি পেয়ে আবার লকডাউনের পথে যেতে বাধ্য করছে চীনকে। কোভিড নিয়ে তাই সতর্কতা জারি করে ভারত সরকারও সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের কথা বলল। তবে নতুন বছরের শুরুতেই কি অশনি সংকেত? ভারতীয় চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা বলছে আমাদের এখনই কোন ভয় নেই। কেবল জনবহুল এলাকায় গেলে মাস্ক পড়তে সাথে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে। হ্যা এটুকু সচেতনতাই আমাদের মানলে চলবে। কারণ আমরা সচেতন থাকলেই সব ঠিক থাকবে। আপাদত নতুন বছরে এই বোধদয় হোক আমাদের মাঝে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

তুমি ‘টা’

....পম্পা বর্মন

তুমি ‘টা’ আমার উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বর
তুমি টার কাছে সকলি দুর্মূল্য
আছে যত রত্ন আকড়।
তুমি টাতেই খুঁজে পাই
বিচিত্র বৃহৎ ধরণী।
তুমিটা আমার রাঙা ঠোঁটে
কোমল স্নিগ্ধগভীর হাসি।
তুমি ‘টা’ আমার মৃদু বাতাস
সদ্য কাঙ্ক্ষিত চাওয়া।
তুমি ‘টা’ আমার হারিয়ে যাওয়া
সকল চাওয়া পাওয়া।
তুমি টাকেই অফুরন্ত ভালোবাসি।
তুমি ‘টা’ আমার গোধূলির স্বর্ণ,
সন্ধ্যা কালের তারা।
তুমি ‘টা’ আমার রক্ত শিরায়
নাড়িতে আছো বাঁধা।
তুমি টা আমার জীবনানন্দ
আমার চোখের নীল পদ্মের আভাস।
তুমি ‘টা’ আমার অন্তহীন সুত্র,
অবারিত অজস্র উচ্ছসিত জোৎস্না।
তুমি ‘টা’ আমার প্রতিদিনের
প্রস্ফুটিত যৌবনের পরিপূর্ণতা।।

বই এর সাথে পথচলা

এসে গেল শীত সাথে কমলালেবু আর অবশ্যই প্রিয় বইমেলা। চলছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বইমেলার তারপরেই আসছে কলকাতা বইমেলা। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের থেকে উঠে আসছেঅনেক নতুন লেখক লেখিকা।সাথে আরও কিছু পরিচিত স্বনামধন্য উত্তরবঙ্গের লেখক লেখিকাদের বই নিয়ে পাঠকদের পরিচিত করতে এগিয়ে এল পূর্বোত্তর। আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে।

বিনীতা সরকার

বিনীতা সরকার পেশায় শিক্ষিকা। শিক্ষকতার পাশাপাশি সমান তালে চলে তার লেখালেখি। বিশেষ করে কবিতা ও ভ্রমণ সাহিত্য লিখতেই তিনি পছন্দ করেন। এবারের বইমেলায় তার বইগুলি পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

পৌলোমী গঙ্গোপাধ্যায়

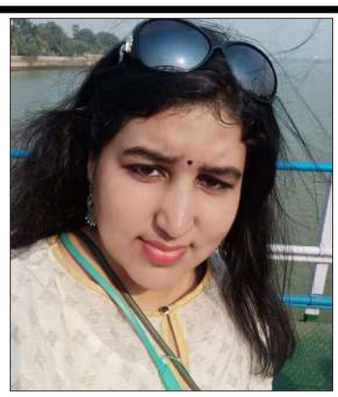

পৌলোমী গঙ্গোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় বাচিকশিল্পী সেইসাথে যুক্ত বিভিন্ন সামাজিক কাজেও। একই সাথে কবিতায় সাবলীল তিনি। তার প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবিতার সাতকাহন এবার বইমেলায় পাঠকের কাছে তার বড় উপহার।

দেবলীনা বিশ্বাস

দেবলীনা বিশ্বাস পেশায় শিক্ষিকা, তার অন্যতম আবেগের জায়গা হল থিয়েটার কোচবিহার মৃত্তিকা নষ্টগোষ্ঠীর কর্ণধার একই সাথে লেখালেখির হাতও বেশ তার প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ শীর্ষবিন্দু এবার পাঠকের কাছে এক বড় পাওনা।

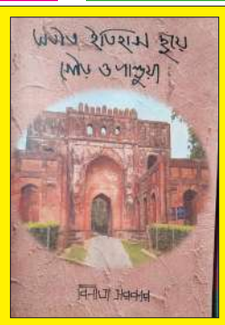

তুমুল উৎসাহে অনুষ্ঠিত হল অনাসৃষ্টির ‘ইকো-ফ্রেন্ডলি জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভাল’

পার্থ নিয়োগী: ইদানীং একটা আক্ষেপ খুব কানে আসে প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখতে দর্শকের বড্ড অভাব। কথাটি একদম সত্যি। কিন্তু প্রকৃতির মাঝে সাঁকোতে নদী পের হয়ে ঘন জঙ্গলের মাঝে মাটিতে তৈরী মঞ্চের ওপর নাটক হলে সেটা কেমন হয়? ভাবছেন তো এডভেঞ্চারের মত হবে? আর এই এডভেঞ্চারটাই করে দেখাল কোচবিহার অনাসৃষ্টি। তাদের উদ্যোগে গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর কোচবিহার শালবাগানে অনুষ্ঠিত হল ইকো-ফ্রেন্ডলি জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভাল। কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান এর হাত দিয়ে এই অসাধারণ ফেস্টিভাল এর শুভ সূচনা। পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে তৈরি মঞ্চের সামনে চাদর, মাদুর, বাশের বেঞ্চে বসে গাঁ ছমছমে ঘন শালবাগানের ভেতরে তিনদিনই নাটক দেখতে ছিল বেশ উৎসাহ। শালবাগানের ভেতরে ঢুকেই সাঁকোতে মরাতোর্ষা নদী পেরিয়ে মূল মঞ্চের দিকে যেতে যেতেই দেখা গেল প্রতিটি গাছের নীচে মাদুর পেতে বসে আছেন স্থানীয় হস্তশিল্পীরা। যা দেখে আপনার মনে হবে ঠিক যেন শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট যেন উঠে এসেছে শালবাগানে। কানের দুল থেকে মালা, ঘর সাজাবার ফুল থেকে খাটি মধু সবই কেনা গেল এখানে। এর মধ্যেই তিনদিন ধরে মঞ্চস্থ হল নাটক। আয়োজক কোচবিহার অনাসৃষ্টির নিজেদের নাটক তো ছিলই। সেসাথে কোচবিহারের বিভিন্ন নাটকের দলের পাশাপাশি শিলিগুড়ি, সাইথিয়া, রঘুনাথগঞ্জের থেকে আসা নাটকের দলগুলি নাটক পরিবেশন করে। নাটকের সঙ্গে চলল তাল মিলিয়ে চিত্রশিল্পীদের ক্যানভাসে ছবি আঁকা। ফেস্টিভালে নদীবক্ষে অনাসৃষ্টি তাদের ‘ননীবালা’ নাটকটি মঞ্চস্থ করে এক অন্য আবহের সৃষ্টি করে। সন্ধ্যা নামতেই তিনদিনই নদীতীরে হল মশাল ফেস্টিভাল। তা দেখতে উপচে পড়ল মানুষ। নদীর ধার কেটে গ্যালারির রুপ দেওয়া হল। শীতের সন্ধ্যায় গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মশালের আলোয় আলোকিত শালবাগানে সেই গ্যালারিতে বসে মন মোজল লোকসঙ্গীতের সুরে। সেলফি ছাড়া এসময়ের কোন অনুষ্ঠান যেন অসম্পূর্ন। তাই রাখা হয়েছিল সেলফি জোন। যেখানে দেদার সেলফি তোলা হল। আর উপস্থিত শিল্পীদের বিশ্রামের জন্য ছিল টেন্ট হাউস। সব মিলিয়ে কোচবিহার অনাসৃষ্টির এই ফেস্টিভালে মিলল প্রচুর সাড়া। তারচেয়েও বড় কথা প্রকৃতির বুকে নাটক, লোকসংগীত, হস্তশিল্পকে নিয়ে মানুষের উৎসাহ প্রমাণ করল সংস্কৃতির প্রতি টান আজও অটুট। খালি দরকার একটু আলাদা ভাবনা। যা প্রমাণ করে দেখাল কোচবিহার অনাসৃষ্টি।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিরল প্রতিভা

ফারুক আহমেদ

আধুনিক শিক্ষা প্রসার ঘটাতে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করেছেন নারী কল্যাণে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে সংকট দূর করতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর অবদান রেখেছেন অফুরন্ত। রোকেয়া চর্চা শুরু হোক সর্বত্র ঘরে ঘরে। নারীর অধিকার আদায়ের জন্য এবং নারীর বঞ্চনার প্রতীকও হয়ে উঠেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি কখনও তাঁর নামের সঙ্গে বেগম ও সৈয়দ লিখতেন না। নারী ক্ষমতা রাখে প্রকৃত অর্থে সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে এবং মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে। উপযুক্ত উদাহরণ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং নারীদের আধুনিক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল করতে স্কুল খুলে নয়া নজির সৃষ্টি করেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে অধিক পরিচিত বাঙালি মননে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভাবে নারীরা পেয়েছিল সম্মান, সমঅধিকার আর মাথা তুলে বাঁচার অধিকার। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন উভয় বাংলার মুসলিম নারীসমাজের আলাকেবর্তিকা জাগ্রত বিবেক। ভারতের মুসলিম সমাজ যখন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের আঁধারে নিমজ্জিত, অবরোধে ও অবজ্ঞায় এদেশের নারীসমাজ যখন জর্জরিত- সে তমসাচ্ছন্ন যুগে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর ন্যায় একজন মহীয়সী নারীর আবির্ভাব না ঘটলে এদেশের নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণ সম্ভবপর হতো না। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একজন বাঙালি চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে মানব সমাজের কল্যাণে।

১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর জেলার অর্ন্তগত পায়রাবন্দ গ্রামে রাকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার এবং মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী। পিতা আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শিক্ষিত জমিদার ছিলেন। রোকেয়ার দুই বোন করিমুননেসা ও হুমায়রা। রোকেয়ার তিন ভাই যাদের একজন শৈশবে মারা যায়। বড় দুই ভাইয়ের নাম মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবের। দুজনেই ছিলেন বিদ্যানুরাগী। আর বড় বোন করিমুন্নেসা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী। রোকেয়ার শিক্ষালাভ, সাহিত্যচর্চা এবং সামগ্রিক মূল্যবোধ গঠনে বড় দু'ভাই ও বোন করিমুন্নেসার যথেষ্ট অবদান ছিল। এ পরিবারে পর্দাপ্রথা এত কঠোর ছিল যে পরিবারের নারীরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাকরানি ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সামনেও বের হতেন না। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই রাকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকেও পর্দা প্রথা মেনে চলতে হতো।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের শিক্ষাজীবন তেমন সুখকর ছিল। শিক্ষা লাভের জন্য তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তার পিতা আরবি, উর্দু, ফারসি, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। রাকেয়ার পরিবারে স্ত্রীলোকেদের একমাত্র কুরআন শরিফ ছাড়া অন্য কিছু পড়তে দেওয়া হতো না। পরিবারের লাকে উর্দু ভাষায় কথা বলত। পুরুষেরা বাইরে ফারসি ও বাংলা পড়ত। পরিবারের প্রথা অনুযায়ী রাকেয়াকে বাড়িতেই কুরআন শরিফ পড়তে দেওয়া হয়। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করার সময় একজন মেম শিক্ষয়িত্রীর নিকট তিনি কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ ও আত্মীয়স্বজনদের ভ্রুকুটির জন্য তাও বন্ধ করে দিতে হয়।

মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পিতার এরূপ আচরণ রোকেয়াকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য রাকেয়ার মন ছটফট করতে থাকে। তার বড় দুই ভাই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করার সুবাধে ভাইদের সহায়তায় তিনি বাড়িতে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করেন। পিতা বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার ঘারেবিরাধী বলে রাকেয়া সাখাওয়াত হোসেন দিনের বেলায় পড়াশানোর সুযাগে পেতেন না। সেজন্য রাত্রিতে পিতা ঘুমালে ভাই সাবের বানেকে পড়াতেন এবং লিখতে শেখাতেন। এভাবে ভাইয়ের কাছে রাকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গাপেনে গাপেনে লেখাপড়া শিখতে লাগলেন।

উদার আকাশ থেকে প্রথম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সম্মাননা প্রদান করা হয় ড. মীরাতুন নাহারকে। রোকেয়া গবেষক হিসেবে ড. নাহার উভয় বঙ্গে ক্রমশ পরিচিত মুখ। ইতিমধ্যেই তাঁর লেখা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে গ্রন্থ 'জীবনশিল্পী রোকেয়া' প্রকাশিত হয়েছে উদার আকাশ থেকে। বর্ধিত এডিশন প্রকাশিত হয়েছে গাঙচিল থেকে।

১৮৯৮ সালে বিহারের ভাগলপুর নিবাসী উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তদুপরি সমাজসচেতন, কুসংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। রোকেয়ার শৈশব কাল কষ্টে কাটলেও বৈবাহিক জীবন ছিল আনন্দের। কারণ স্বামীর সাহচর্যে এসেই রোকেয়ার জ্ঞানচর্চার পরিধি বিস্তৃত হয়। উদার ও আধুনিক মুক্তমনের অধিকারী স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় রোকেয়া দেশি-বিদেশি লেখকদের রচনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঘটে স্বামীর অনুপ্রেরণায়। কিন্তু স্বামীর সেই আশীর্বাদ বেশি দিন রোকেয়ার ভাগ্যে জুটেনি। কোমল বন্ধুর ন্যায় নরম হাতটি রোকেয়াকে ছেড়ে ওপারে পাড়ি জমায়। ১৯০৯ সালের ৩ মে স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেন। স্বামীর মৃত্যু এবং ইতোপূর্বে তাঁদের দুটি কন্যাসন্তানের অকালেই মারা যাওয়া, সব মিলিয়ে রোকেয়া নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যচর্চা শুরু হয় তার স্বামীর হাত ধরেই। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় রোকেয়ার জ্ঞানার্জনের পথ অধিকতর সুগম হয়। সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে রোকেয়া ছিলেন এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। তার প্রথম লেখা ঠিক কবে কোথায় প্রকাশিত হয় তা নিয়ে কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে নবনূর পত্রিকায়। আবার অনেকেই মনে করেন প্রথম লেখা 'পিপাসা' (মহরম) প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯০২ সালে নবপ্রভা পত্রিকায়। এরপর একে একে লিখে ফেলেন মতিচূর-এর প্রবন্ধগুলো এবং সুলতানার স্বপ্ন-এর মতো বিজ্ঞান কল্পকাহিনী। ১৯৫০ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা "সুলতানাজ ড্রিম বা সুলতানার স্বপ্ন" মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। সবাই তার রচনা পছন্দ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

স্বামী ও কন্যা সন্তানের মৃত্যুর পর রোকেয়া নিঃসঙ্গ হয়ে যান। শৈশবের সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটিয়ে বৈবাহিক জীবনে সুখের আলোর দেখা মিললেও সে আলো বেশি দিন তাকে আলোকিত করে নি। নিঃসঙ্গ রোকেয়া স্বামীর অনুপ্রেরণাকে বুকে ধারণ করে নিজেকে নারীশিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র পাঁচ মাসের মাথায়, স্বামীর দেওয়া অর্থে পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে ১৯০৯ সালে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল স্থাপন করেন। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার কারণে স্কুল বন্ধ করতে বাধ্য হন। পরে কলকাতায় চলে আসেন। হার না মানা মহীয়সী এই নারী স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার টানে ১৯১১ সালের ১৫ মার্চ আবারও চালু করলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি চার বছরের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১০০ জনে পৌঁছুতে সক্ষম হন। ১৯৩০ সালের দিকে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি রোকেয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে, তিনি মুসলিম বাঙালি নারী সংগঠন আনজুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ সালে বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্সে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বিবৃতি দেন, যা সেই যুগের প্রেক্ষাপটে একটি দুঃসাহসিক কাজ ছিল।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর জীনের মিল পাওয়া যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর ক্ষমতা দখলের জন্য একটা ইতিহাস রচনা করছেন। নারী সমাজের কল্যাণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়া নজির সৃষ্টি করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের ভালবাসা অর্জন করেছেন উদার মনের পরিচয় দিয়ে অফুরন্ত কাজ করছেন তিনি মানুষের কল্যাণে।

শৈশব থেকে মুসলমান নারীদের দুর্দশা রোকেয়া নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই তা নিরসনের জন্য পথে নামলেন। কারণ তিনি নিজেও নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে শৈশব কাটিয়েছিলেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী স্বাতন্ত্র্য ও নারী স্বাধীনতার প্রতিবাদে রোকেয়াই প্রথম কণ্ঠস্বর। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের শুরুতে তিনি ছিলেন নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের প্রধান নেতা। মুসলিম সমাজের অন্ধকার যুগে নারী জাগরণে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল অনন্য, ব্যতিক্রমী। অবরোধের শৃঙ্খল ভেঙ্গে তিনি অসাধারণ সাহস, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে আসেন। রোকেয়াই প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখার সাহস পেলেন।

নারী আন্দোলনের ইতিহাসে রোকেয়ার অবদান চিরন্তন হয়ে আছে। রোকেয়া মুসলিম মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯১৭ সালে আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির ইতিহাসের সাথে রোকেয়ার সংগ্রামী জীবনের গল্প গভীরভাবে জড়িত। অনেক বিধবা মুসলিম মহিলা সমিতি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন, অনেক দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, অনেক অভাবী মেয়ে সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেছে, সামাজিকভাবে পরিত্যক্ত অসহায় এতিমরা আশ্রয় ও সহায়তা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার মুসলিম নারী সমাজের বিকাশের ইতিহাসে এই সমিতির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে রোকেয়া ছিলেন এক ব্যতিক্রমী বিরল প্রতিভা। ছোটবেলা থেকেই তিনি লিখালিখি করতেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়। রোকেয়া সমকালীন যুগের বিদ্যানুরাগী সমাজহিতৈষী পুরুষ এবং মহিলাদের নিকট থেকে অনেক ধরনের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, মহিলা, ভারতমহিলা, আল-এসলাম, নওরোজ, মাহে নও, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, The Mussalman, Indian Ladies Magazine প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। রোকেয়ার সমগ্র সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথার কুফল, নারীশিক্ষার পক্ষে তাঁর নিজস্ব মতামত, নারীদের প্রতি সামাজিক অবমাননা এবং নারীর অধিকার ও নারী জাগরণ। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তাঁর লেখা ছিল সোচ্চার। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দুর্দশা এবং শারীরিক ও মানসিক জড়তা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষা। এ ধারণাই রোকেয়া তুলে ধরেন তীক্ষ্ণ ভাষায় ও তীর্যক ভঙ্গিতে। এক প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের খন্ড খন্ড চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনের দুর্দশার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাঁর বহু প্রবন্ধ ও নকশাজাতীয় রচনায়।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের শৈশবকাল চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকলেও জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার ছিল না। গভীর রাতে সকলে ঘুমিয়ে গেলে মোমবাতির আলোতে বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে ইংরাজী ও বাংলায় পাঠ গ্রহণ করতেন। পদে পদে গঞ্জনা সহ্য করে এভাবেই রোকেয়া শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন নারীর অধিকার রক্ষার জন্য একমাত্র হাতিয়ার হল শিক্ষা। আর সেই লক্ষ্যকে মাথায় নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল। তাঁর স্কুলে মেয়েদের পাঠাবার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি অভিভাবকদের অনুরোধ করতেন। যে যুগে মেয়েদের বাঙালি মুসলমানরা মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করত, সেই অন্ধকার যুগে রোকেয়া পর্দার অন্তরালে থেকেই নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন এবং মুসলমান মেয়েদের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পথ সুগম করেন। ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন সমাজকে আলোকিত করতেই তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

স্কুলে তফসিরসহ কুরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, হোম নার্সিং, ফার্স্ট এইড, রান্না, সেলাই, শরীরচর্চা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হতো। নিজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তিনি অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে পরিদর্শন করতেন। তিনি নিজেই শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। শিক্ষকা হিসেবে তিনি ছিলেন অনেক উদার মনের। তখনকার সময় কলকাতায় ভালো শিক্ষয়িত্রী যেত না। তাই রোকেয়া মাদ্রাজ, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি স্থান থেকে ভাল শিক্ষয়িত্রী নিয়ে আসতেন। যা নিতান্তই অনেক কষ্টের কাজ। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে সরকার কলকাতায় 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল' স্থাপন করে। স্কুলের জন্য সরকারি সাহায্য ও অনুদান আদায় করা ছিল অনেক দুরূহ কাজ। এর জন্য রোকেয়াকে অনেক কঠিন বাঁধা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

স্বামীর হাত ধরেই সাহিত্য জগতে পা রাখেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তার সব লেখাতেই নারী কল্যাণ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। রোকেয়ার উলেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে: Sultana's Dream। যার অনূদিত রূপের নাম সুলতানার স্বপ্ন। যা ১৯০৫ মাদ্রাজের দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন (The Indian Ladies' Magazine)-এ প্রকাশিত হয়। এটিকে বিশ্বের নারী জাগ্রত সাহিত্যে একটি মাইলফলক ধরা হয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল : মতিচূর (১৯০৪), পদ্মরাগ (১৯২৪), অবরোধ-বাসিনীতে (১৯৩১)। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। সে যুগের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু রোকেয়া উপলব্ধি করেন যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের ভাষা বাংলা। তাই বাংলা ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করে এই ভাষাকেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ। বাংলা জুড়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রাখতে তিনি বড় ভূমিকা পালন করেছেন সেই সময়ে। বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা প্রসার ঘটাতে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করেছেন।

নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং আলোর দিশারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবনকাল ছিল মাত্র ৫২ বছর। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। উত্তর কলকাতার সোদপুরে তাঁর সমাধি রয়েছে। প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর তার জন্মদিনে 'রোকেয়া শিক্ষা দিবস' পালিত হওয়ার ডাক দিয়েছে ভূমি নামক একটি সংগঠন এবং নারী উন্নয়নে অবদানের জন্য বিশিষ্ট নারীদের রোকেয়া পদক প্রদান করা হয় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

২০০৪ সালে, রোকেয়া বিবিসি বাংলার 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' ভোটে ষষ্ঠ ভোট পেয়েছিলেন। সেই জরিপে প্রথম নামটি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের।

বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণে এবং প্রথম বাঙালি নারীকল্যাণে বড় দায়িত্ব পালন করেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। যার আবির্ভাবে নারীরা পেয়েছিল সম্মান, সমঅধিকার। মোমবাতির আলোতে যিনি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইয়ের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন, তিনি আজ প্রত্যেক নারীর হাতে তুলে দিয়েছেন আলোক বর্তিকা। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়েছেন, সন্তানকে হারিয়েছেন কিন্তু কখনো মনোবল হারাননি। শিক্ষাই পারে নারীকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে একথা বুকে লালন করে সারাটা জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন নারীর মুক্তির জন্য আধুনিক শিক্ষা। রোকেয়া অলঙ্কারকে দাসত্বের প্রতীক বিবেচনা করেছেন এবং নারীদের অলঙ্কার ত্যাগ করে আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত হয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছেন। নারী দাসী নয় বরং নারী এ সমাজের অর্ধাঙ্গ। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রত্যেক নারীর কাছে উদাহরণ হয়ে থাক। বাঙালি গর্বিত হতে ঘরে ঘরে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর জন্ম সার্বিক সার্থকতা পাক। বাঙালির ঘরে ঘরে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর মতো রাজকন্যারাই ফিরে ফিরে আসুক।

দেশকে নেতৃত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে গান্ধী ফেলোশিপ

শিলিগুড়ি: পিরামল ফাউন্ডেশন গান্ধী ফেলোশিপের জন্য আবেদনের আহ্বান জানিয়েছে। ভারতের তৃণমূলে গৃহীত দুই-বছরের কর্মসূচী, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং শেষ মাইলে ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে একটি গভীর অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই ফেলোশিপের লক্ষ হল দেশের যুবকরা যাতে আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে সেজন্য তাদের বিশেষ ভাবে তৈরি করা। বর্তমানে গান্ধী ফেলোশিপে আজ ভারত জুড়ে ১,৮০০ এরও বেশি প্রাক্তন ছাত্র রয়েছে।

যুবকদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে এই গান্ধী ফেলোশিপের জন্য নির্বাচন করা হয়। বলাবাহুল্য, ২১ শতকের এই তরুণরা প্রতিটি পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় সফট স্কিল দিয়ে সজ্জিত কারণ তারা টেকসই পরিবর্তন আনতে মূল ভূমিকা পালন করে। এই গান্ধী ফেলোশিপের জন্য আগ্রহী আবেদনকারীরা www.gandhifellowship.org-এ লগ অন করে আবেদন করতে পারবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ।

পিরামল ফাউন্ডেশনের সিইও আদিত্য নটরাজ বলেন, "আমরা ১০ বছর আগে আমরা ফেলোশিপ শুরু করেছিলাম। যখন প্রকৃত অর্থে আত্মনির্মাণ এবং জাতি গঠনে জড়িত হওয়ার জন্য দেশে অন্য কোনও ফেলোশিপ ছিল না।

টাইপ ১ সাইবার নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন ভি-এর

শিলিগুড়ি: শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভি পেয়েছে গ্লোবাল এসওসি২ টাইপ ১ সাইবার নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন। ভোডাফোনআইডিয়া লিমিটেড বা ভি সিস্টেম এবং অর্গানাইজেশনাল কন্ট্রোলস ২ (এসওসি২) সম্মতির শংসাপত্র পেয়েছে। এসওসি২ হল একটি অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড যা এসওসি২ ট্রাস্ট পরিষেবার মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা রিপোর্ট করে। যা নিরাপত্তা, কার্বন পদচিহ্ন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ডিডিওএস পরিষেবা, ডেটা সেন্টার, নেটওয়ার্ক সাইট এবং তাদের পরিবেশের পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার 'প্যাসন কো দো পোষণ' ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি: দেশের অন্যতম অগ্রণী এফএমসিজি ডাইরেক্ট-সেলিং কোম্পানি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছে একটি নতুন ক্যাম্পেন - 'প্যাসন কো দো পোষণ'। এতে রয়েছেন অ্যামওয়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ও অলিম্পিয়ান সাইখম মিরাবাই চানু। ডিজিটাল ফিল্মটি অ্যামওয়ের ডিজিটাল প্লাটফর্মগুলিতে প্রচারিত হচ্ছে, যেমন ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ও লিংকডইন। এই ক্যাম্পেনের অঙ্গ হিসেবে পুষ্টিকর খাদ্যের গুরুত্ব ভিত্তিক নানারকম প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে 'অ্যামওয়ে ডাইরেক্ট সেলিং পার্টনার্স' ও তাদের গ্রাহকদের মাধ্যমে।

এই ক্যাম্পেন প্রসঙ্গে সাইখম মিরাবাই চানু বলেন, তিনি 'নিউট্রিলাইট ফ্রম অ্যামাজন'-এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে সম্মানিত বোধ করছেন। ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে উদ্ভিদ-নির্ভর 'নিউট্রিলাইট ফ্রম অ্যামাজন' বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। একজন পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে তিনি শারীরিক সুস্থতা ও 'হেলদি লাইফস্টাইল'কে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তার নিজের ক্ষেত্রেও খেলোয়াড়ি মান বজায় রাখতে নিউট্রিলাইট তাকে পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগায়।

টাইপ ২ ডায়াবিটিসের জন্য গ্লেনমার্কের ট্রিপল এফডিসি

কলকাতা: গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ভারতে লঞ্চ করল তাদের প্রথম ট্রিপল ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন (এফডিসি), যাতে রয়েছে পায়োগ্লিটাজোন-সহ টেনিলিগ্লিপ্টিন ও মেটফর্মিন (Teneligliptin with Pioglitazone and Metformin)। এই ট্রিপল ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনটি লঞ্চ করা হয়েছে 'জিটা-পায়োমেট' (Zita-PioMet) ব্র্যান্ড নামে। টাইপ ২ ডায়াবিটিস রোগীদের ২৪ সপ্তাহের মধ্যে 'গ্লিসামিক কন্ট্রোল' ও নির্ধারিত 'এইচবিএ১সি' (HbA1) অর্জনের জন্য দিনে মাত্র একবার 'জিটা-পায়োমেট' সেবন করতে হবে। প্রতিদিন 'জিটা-পায়োমেট'-এর জন্য ব্যয় হবে মাত্র ১৪.৯০ টাকা, ফলে দৈনিক চিকিৎসাজনিত ব্যয় ৪০ শতাংশ হ্রাস পাবে এবং সাধারন মানুষের কাছে সাশ্রয়ী বলে বিবেচিত হবে।

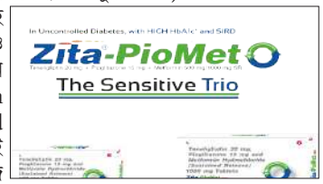

গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের ইভিপি অ্যান্ড বিজনেস হেড (ইন্ডিয়া ফর্মুলেশনস) অলোক মালিক জানান, এদেশে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অগ্রণী কোম্পানি হিসেবে হাই ইনসুলিন-রেজিস্ট্যান্ট টাইপ ২ ডায়াবিটিসের চিকিৎসার জন্য ভারতের প্রথম ট্রিপল ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন 'জিটা-পায়োমেট' আনতে পেরে তারা গর্বিত।

'জিটা-পায়োমেট' হল এক 'ইনোভেটিভ, এফেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল ড্রাগ', যা 'হাই এইচবিএ১সি'-যুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের গ্লিসামিক কন্ট্রোলে সাহায্য করবে।

সিএইচএফ-এর লক্ষ বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের ইতিবাচক পরিবর্তন

মুম্বই: ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে চাইল্ড হেল্প ফাউন্ডেশন বা সিএইচএফ এবং ফিলানট্রোর পক্ষ থেকে অসমের চাংসারি, আথিয়াবোইতে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অসম- ভিত্তিক এনজিও বর্নীল প্রত্যাশা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চাইল্ড হেল্প ফাউন্ডেশন। সিএইচএফ এবং এর ক্রাউডফান্ডিং অংশীদার ফিলানট্রো সমগ্র ভারতে শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য করার জন্য ইভেন্ট আয়োজন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফিলানট্রো একদিকে যেমন সিএইচএফকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাহায্য করে তেমনি অপরদিকে এই ধরনের ইভেন্ট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান পরিচালনা করে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তারা প্রতিবন্ধীদের সমস্যাগুলির সর্ব সমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করে।

চাইল্ড হেল্প ফাউন্ডেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সাজি ভার্গিস বলেন, আমরা এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে পেরে গর্বিত।

তিনটি জোনে প্রদর্শিত হবে অটো এক্সপো মেগা ইভেন্ট

নতুনদিল্লি: অটো এক্সপো ২০২৩-এর জন্য কান্ট্রি গিয়ারসআপ হিসাবে টয়োটা কির্লোস্কার মোটর (টিকেএম) তার উন্নত প্রযুক্তি এবং প্রোডাক্টলাইন-এর উপর ভিত্তি করে "The Thrill & Joy" বেস লাইনের ওপর মেগা ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। টেকনোলজি জোনে রয়েছে স্ব-চার্জিং স্ট্রং হাইব্রিড ইলেকট্রিক যান, প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি, ফুয়েল সেল ইলেকট্রিক যান, ফ্লেক্সি ফুয়েল হাইব্রিড ইলেকট্রিক যান এবং গ্রীন টেনলোজি লাইন-আপের বিস্তৃত পরিসরের প্রতিনিধিত্বকারী বৈদ্যুতিক যান-বাহন। এছাড়াও হাইড্রোজেন টেকনলজি কনস্পেটও অটো এক্সপো ২০২৩-এ তুলে ধরা হবে।

কলকাতায় দুটি নতুন টাচ পয়েন্ট খুলল ভক্সওয়াগেন

কলকাতা: পূর্ব ভারতে উপস্থিতি জোরদার করতে কলকাতায় দুটি নতুন টাচ পয়েন্টের উদ্বোধন করল ভক্সওয়াগেন। এই নতুন উদ্বোধন করা টাচপয়েন্টগুলি পিপিএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব সংঘভির দক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। চারটি সেলস টাচ পয়েন্ট এবং তিনটি পরিষেবা সুবিধা নিয়ে গঠিত এই টাচ পয়েন্টে দুটি বিচক্ষণতার সাথে ভারতীয় গ্রাহকদের হ্যান্ডেল করবে।

কলকাতায় দুটি নতুন টাচপয়েন্ট যুক্ত করার সাথে ভক্সওয়াগেন ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ এসইউভিভক্সিউ- তাইগুন, স্ট্রাইকিং এবং ভার্টাস এবং গ্লোবাল বেস্ট-সেলার তাইগুন ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য প্রদর্শনের জন্য রাখবে। -

ভক্সওয়াগেনের এই শোরুম দুটি কলকাতা সেন্ট্রাল এবং দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত। বলাবাহুল্য, ভক্সওয়াগেনের পোর্টফোলিও তার ব্র্যান্ডের উত্তরাধিকার এবং জার্মান-ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার সাথে খাপ খায়। যা উচ্চতর বিল্ড কোয়ালিটি, নিরাপত্তা এবং মজাদার-টু-ড্রাইভ অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

ভক্সওয়াগেন প্যাসেঞ্জার কারস ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশিস গুপ্ত বলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতে ভক্সওয়াগেনের তাইগুন, ভার্টাস এবং টিগুয়ানের ভালো বাজার আছে।

গান্ধী ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশনে সদস্য হলেন পবন কুমার পাটোদিয়া

শিলিগুড়ি: কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পপতি ও ক্রীড়া উদ্যোক্তা সিএ পবন কুমার পাটোদিয়া নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে গান্ধী ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশনের বোর্ড সদস্য হিসাবে শপথ নিলেন। শপথপাঠ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ভারতীয় সেনা ব্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। পাটোদিয়া ছাড়াও গান্ধী ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশনের শপথ নেওয়া অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন শ্যামজাজু, সবিতা সিং, অ্যাডভোকেট সুধাকর দ্বিবেদী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল রণদীপ হুদ্দল প্রমুখ।

সিএ পবন কুমার পাটোদিয়া তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সমাজের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য রয়েছে। এই সম্মানিত সংস্থার দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে সম্মানিত বোধ করছি। গান্ধীবাদী নীতি এবং ম্যান্ডেলার মূল্যবোধ সবসময় আমার মধ্যে গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছে। আমি এই গান্ধী ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশনে অবদান রাখার জন্য উন্মুখ।"

আরজিআইসিএল-এর রিলায়েন্স হেলথ ইনফিনিটি পলিসি

মুম্বই: 'রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড' (আরজিআইসিএল) লঞ্চ করল তাদের প্রিমিয়াম হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট – 'রিলায়েন্স হেলথ ইনফিনিটি পলিসি'। এই প্রোডাক্টের সঙ্গে রয়েছে ৫ কোটি টাকা অবধি বীমার সুবিধা, সুপিরিয়র ফিচার্স যেমন মোরগ্লোবাল কভার, মেটার্নিটি কভার, ওপিডি কভার, 'আনলিমিটেড রেস্টোরেশন অব সাম অ্যাসিয়োর্ড' এবং ১৫টিরও বেশি প্রয়োজনীয় 'অ্যাড-অন বেনিফিট'। এই পলিসি গ্রাহকদের প্রিমিয়ামে দেবে 'ক্রেডিট স্কোর বেসড ডিস্কাউন্ট' ও 'বিএমআই-বেসড ডিস্কাউন্ট'। উল্লেখ্য, 'রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড' (আরজিআইসিএল) হল ভারতের অগ্রণী প্রাইভেট জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি।

রিলায়েন্স হেলথ ইনফিনিটি পলিসি'র 'মোর' বেনিফিট অপশনে রয়েছে – মোরগ্লোবাল, মোরকভার ও মোরটাইম, যা গ্রাহকদের স্বাস্থ্যবীমা সংক্রান্ত সবরকম চাহিদা পূরণ করবে। এই পলিসি 'ইন্ডিভিজুয়াল' ও 'ফ্যামিলি ফ্লোটার' ক্যাটাগরির সুবিধাসহ পাওয়া যাবে ৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকার বীমার বিস্তৃত রেঞ্জে। ফলে সব ধরণের গ্রাহকরাই উপকৃত হবেন।

আরজিআইসিএল-এর রিলায়েন্স হেলথ ইনফিনিটি পলিসি ১, ২ ও ৩ বছর মেয়াদী বীমার জন্য – কোম্পানির ওয়েবসাইট, ৭৫০০০ ইন্টার-মিডিয়ারি ও ১৩১টি ব্রাঞ্চ অফিস থেকে ক্রয় করা যাবে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হয় স্টারটেকে

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে স্টার-টেক – ২০২২ -এর আয়োজন করেছে এই অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় সিমেন্ট ব্র্যান্ড দ্য ফরেস্তা স্টার সিমেন্ট। যেখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় আড়াই শতাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং সহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এইচওডি সিভিল, আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডাঃ জয়ন্ত পাঠক। স্টার সিমেন্টর চিফ মার্কেটিং অফিসার জ্যোতিস্বরূপ আগরওয়াল বলেন, শুরু থেকে ২০০৬ সালে ফিরে আসার পথে স্টার সিমেন্টের স্টারটেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও আলোচনা করে চলেছে।

ব্লেন্ডার প্রাইড গুরুগ্রামে একটি পাওয়ার-প্যাকড এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আসে

শিলিগুড়ি: ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা চালিত ব্লেন্ডার প্রাইড গ্লাসওয়্যার ফ্যাশন ট্যুরের ১৬ তম সংস্করণ, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গুরুগ্রামে লাইব্রেরি গ্রাউন্ড এর জিমখানা ক্লাবে একটি পাওয়ার-প্যাকড এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আসে। ডিজাইনার কুণাল রাওয়াল 'প্রাইড ইন সেলিব্রেটিং ডাইভার্সিটি বাই ডিফাইং লেবেল' উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্যে, একটি সংগ্রহ প্রদর্শন করা হয়, যা ব্যক্তিত্বের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং ভারতের অন্যতম জনপ্রিয়, বহুমুখী সঙ্গীত শিল্পী হার্ডি সান্ধু দ্বারা উদ্যমী কম্পোজিশনে অনন্য মিউজিক্যাল গল্প বলার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছিল। শো-স্টপার হিসেবে সন্ধ্যার সমাপ্তি ঘটালেন অভিনেতা

ভিকি কৌশল, যিনি তার উৎসাহ এবং সুন্দর চেহারা দিয়ে অভিজ্ঞতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

ব্লেন্ডার'স প্রাইড গ্লাসওয়্যার ফ্যাশন ট্যুরের গুরুগ্রাম অধ্যায়ের জন্য, সমস্ত ব্যক্তির অনন্যতার প্রতি ডিজাইনারের বিশ্বাস, তার বোল্ড ডিজাইনে প্রতিফলিত হয়। এর সাথে একটি ফ্যাশন শোতে হার্ডি সান্ধুর সাথে তার কোলাবরেশন করা মানে, সেটি বোল্ড, লাউড় এবং গ্রুভি ভাইবসে পূর্ণ হবেই। ফ্যাশন শোতে সিলুয়েটগুলি উপস্থাপন করা হয়, যা ভারতীয় জাতিগত ফ্যাশনের একটি আধুনিক রূপ। এগুলি আজকের প্রজন্মের ফ্যাশন পছন্দগুলিকে রিপ্রেজেন্ট করে। হার্ডি সান্ধুর সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্র্যাকগুলির সাথে কুণাল রাওয়ালের ইয়ার-হাগিং ডিজাইনের সংবেদনশীলতা অসাধারণভাবে জুটি বেঁধেছে, যা ধারাবাহিকভাবে মিউজিক চার্টে শীর্ষে রয়েছে এবং তরুণ শ্রোতাদের মন জয় করেছে। শো সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, ডিজাইনার কুণাল রাওয়াল শেয়ার করেছেন, "আমি ব্লেন্ডার প্রাইড গ্লাসওয়্যার ফ্যাশন ট্যুরের ১৬ তম সংস্করণের অংশ হতে পেরে আনন্দিত, কারণ এটি একটি নতুন ইয়ুথ এবং বোল্ড অবতার নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে"।

প্রবীণ নাগরিকদের সর্বোচ্চ পরিষেবা প্রদান করবে সিনিয়র কেয়ার রাইডার

কলকাতা: ভারতের অন্যতম প্রধান বেসরকারি সাধারণ বীমাকারী সংস্থা বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স প্রবীণ নাগরিকদের জন্য 'রিসপেক্ট সিনিয়র কেয়ার রাইডার' শুরু করার কথা ঘোষণা করল। বৃদ্ধ পিতামাতার যত্নের যাতে ত্রুটি না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই বীমা রাইডার চালু করল বাজাজ আলিয়াঞ্জ। এই রাইডার একজন ক্লাইন্টকে তাদের পিতামাতার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতে সাহায্য করে।

এই নতুন সিনিয়র কেয়ার রাইডার কোম্পানী, পরিষেবা এবং পেশাদারদের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক অফার করে যারা একে অপরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে প্রবীণ নাগরিকরা সর্বদা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরের যত্ন পাবেন। এই নেটওয়ার্কটি প্রবীণ নাগরিকদের পরিবারের সদস্যরা যেকোন সময় অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এই রিসপেক্ট সিনিয়র কেয়ার রাইডার প্রোডাক্টটি একদিকে যেমন গ্রাহকদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ অর্থ বের করা থেকে রক্ষা করে দুশ্চিন্তা হ্রাস করবে এবং তেমনি অপরদিকে তাদের নখদর্পণে অনেক পরিষেবা নিয়ে আসবে।

বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের এমডি এবং সিইও তপন সিংগেল বলেন, এই রাইডারের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের স্বাস্থ্য বীমার চাহিদা বিশেষভাবে কিউরেট করা পরিষেবার মাধ্যমে জীবনকে সহজ করে তোলা।

পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়ার ইন্ডাস্ট্রি-ফার্স্ট উদ্যোগ

শিলিগুড়ি: ওয়াইন ও স্পিরিট ইন্ডাস্ট্রির গ্লোবাল লিডার পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়া (পিআরআই) এক ইন্ডাস্ট্রি-ফার্স্ট উদ্যোগ লঞ্চ করল - #ওয়ানফরআওয়ারপ্ল্যানেট। প্যাকেজিং থেকে পার্মানেন্ট মোনো-কার্টন অপসারণের পথে এই নতুন পদক্ষেপ। #ওয়ানফরআওয়ারপ্ল্যানেট নীতির মাধ্যমে শস্যদানা থেকে গ্লাস পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে পিআরআই পরিবেশের ওপর প্যাকেজিঙের ক্ষতির মাত্রা হ্রাস করার পথে এগিয়ে যেতে চলেছে। তাদের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের মধ্যেও পরিবেশ সচেতনতার প্রসার ঘটানো। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়া প্রতিবছর ৭৩১০ টন কার্বন-নির্গমণ হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালাবে, যার ফলে ২.৫ লক্ষ বৃক্ষ রক্ষা পাবে এবং 'ওয়েস্ট-টু-ল্যান্ড-ফিল' কমবে ১৮৭৪৫ টন। কোম্পানির উদ্দেশ্য হল ২০৩০ নাগাদ 'প্যাকেজিং এমিশন' ক্রমাণ্বয়ে ৭৫০০০ টন হ্রাস করা।

১৫০০টি বৈদ্যুতিক বাস চালানোর জন্য টাটা মোটরস এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

কলকাতা: ইন্ডিয়াস লারগেস্ট কমার্শিয়াল ভেহিকেল, টাটা মোটরস আজ ঘোষণা করেছে যে দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (DTC) নয়া দিল্লি শহরে ১৫০০টি বৈদ্যুতিক বাস চালানোর জন্য তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী, TML CV মোবিলিটি সলিউশন লিমিটেডের সাথে একটি নির্দিষ্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির অংশ হিসাবে, টিএমএল সিভি মোবিলিটি সলিউশনস লিমিটেড ১২ বছরের জন্য ১২ মিটার লো-ফ্লোর এয়ার কন্ডিশনার্ড বৈদ্যুতিক বাসের ১৫০০ ইউনিট সাপ্লাই, অপারেট এবং মেইনটেইন করবে। টাটা স্টারবাস EV এর সেরা বৈশিষ্ট্যগুলি হলো - এটি একটি উন্নত ডিজাইন বিশিষ্ট, টেকসই এবং আরামদায়ক যানবাহন।

টাটা মোটরসের অত্যাধুনিক গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধাগুলি ব্যাটারি-ইলেকট্রিক, হাইব্রিড, সিএনজি, এলএনজি এবং হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি সহ বিকল্প জ্বালানী প্রযুক্তি দ্বারা চালিত উদ্ভাবনী গতিশীলতা সমাধানগুলি প্রকৌশলী করার জন্য অবিচলভাবে কাজ করেছে। এখনও অবধি, টাটা মোটরস ভারতের একাধিক শহরে ৭৩০ টিরও বেশি বৈদ্যুতিক বাস সরবরাহ করেছে, যা ৯৫% আপটাইম সহ ৫৫ মিলিয়ন কিলোমিটারেরও বেশি।

INOX তার লেটেস্ট 'সিনেমা ফুড রিপোর্ট ২০২২' প্রকাশ করেছে

কলকাতা: আনন্দের শহর বলা হয় কলকাতাকে, যা খাবার এবং সিনেমার প্রতি অনুরাগী। দুজনের প্রতি শহরের অন্তহীন ভালবাসাকে একত্রিত করে, INOX তার লেটেস্ট 'সিনেমা ফুড রিপোর্ট' প্রকাশ করেছে যা ২০২২ সালে INOX-এ কোলকাতার প্রিয় খাবারের কথা প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটি এই বছর ৭০ মিলিয়ন ভারতীয় মুভি দর্শকদের খাদ্য পছন্দগুলি অন্বেষণ করে। সিনেমা ফুড রিপোর্টটি ৭৪টি শহরে অবস্থিত ১৬৭টি INOX সিনেমার দর্শকদের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী মোমো, কোক এবং আইসক্রিম হল কলকাতায় F&B বিকল্প। আইসক্রিম খুব জনপ্রিয় হলেও, শহরটি ২.২১ লাখ পিস সহ মোমো ব্যবহারের তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

রিপোর্টের প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, INOX লেইসার লিমিটেড-এর সিইও অলোক ট্যান্ডন বলেছেন, "আমি সিনেমা ফুড রিপোর্ট ২০২২-এর প্রথম সংস্করণ উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত - ৭০ মিলিয়ন ভারতীয় সিনেমা দর্শকদের খাবারের পছন্দ ২০২২ সালে INOX-এ। সিনেমার খাবারের প্রতিবেদনে কিছু দরকারী বোধগম্যতা তুলে ধরা হয়েছে, যা আমাদের অতিথিদের আরও ভালোভাবে পরিবেশন করতে সাহায্য করবে"।

ফ্লিপকার্ট হোম প্রোডাক্ট পরিষেবা লঞ্চ করা হয়েছে

বেঙ্গালুরু: ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট, আজ গ্রাহকদের জন্য তাদের পণ্য মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইনস্টলেশন পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে তাদের অ্যাপে হোম প্রোডাক্ট পরিষেবা লঞ্চ করার ঘোষণা দিয়েছে। বিক্রয়োত্তর পরিষেবাগুলি ফ্লিপকার্ট-এর পরিষেবা শাখা, জিভস দ্বারা সরবরাহ করা হবে, যা গ্রাহকদের এবং ব্যবসার জন্য ক্রয়-পরবর্তী পরিষেবা সমাধান প্রদান করে। ৩০০ টিরও বেশি ওয়াক-ইন সার্ভিস সেন্টার, ১০০০ টিরও বেশি সার্ভিস পার্টনার্স, ৯০০০ টিরও বেশি ট্রেন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ৪০০টি শহরে জীভস গ্রাহকদের বিক্রয়োত্তর পরিষেবার চাহিদা পূরণ করবে।

জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ট্রুকলার

নতুন দিল্লি: ট্রুকলার লঞ্চ করল ইন-অ্যাপ ডিজিটাল গভর্নমেন্ট ডিরেক্টরি। বহু সরকারি আধিকারিকের সঠিক কনট্যাক্ট নম্বর হাতের নাগালে আসার ফলে নাগরিক ও সরকারের মধ্যে অবাধ যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হবে। ট্রুকলারের এই উদ্যোগের ফলে স্ক্যাম, ফ্রড ও স্পামের খপ্পর থেকে রেহাই পাবেন নাগরিকরা এবং নাগরিক পরিষেবার প্রতি জনগনের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

ডিজিটাল গভর্নমেন্ট ডিরেক্টরির সাহায্যে প্রায় ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হেল্পলাইন, আইনরক্ষাকারী সংস্থা, দূতাবাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য জরুরি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা পাবেন ট্রুকলার অ্যাপ ব্যবহারকারীরা। এইসব তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে সরকার ও অন্যান্য বিশ্বস্ত সরকারি সূত্র থেকে। সরকারি আধিকারিকদের পরিচয় ব্যবহার করে সবথেকে বেশি স্ক্যাম হয়ে থাকে, আর সেই কারণেই ট্রুকলার একটি 'ভেরিফায়েড গভর্নমেন্ট কন্ট্যাক্ট ডিরেক্টরি' লঞ্চ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার ফলে ট্রুকলার অ্যাপ ব্যবহারকারীরা ফ্রড ও স্ক্যামের হাত থেকে রেহাই পাবেন।

ট্রুকলারের এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে ট্রুকলারের ডিরেক্টর অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, প্রজ্ঞা মিশ্র জানান, তাদের উদ্দেশ্য হল সরকারি আধিকারিকদের পরিচয় ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারণা করা বন্ধ করা। এখন থেকে সাধারন মানুষ তাদের প্রয়োজনের সময় সঠিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ফ্লিপকার্টের শপসি অ্যাপে জিতে নিল গুগল প্লে'র পুরস্কার

হাওড়া: 'গুগল প্লে বেস্ট অব ইউজার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ড' জিতে নিল 'শপসি বাই ফ্লিপকার্ট'। দেশের অ্যাপ ব্যবহারকারীদের ভোটে জয়ী হল শপসি অ্যাপ।

২০২১ সালের জুলাই মাসে বাজেট-ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট সন্ধানী গ্রাহকদের জন্য অনলাইন শপিংকে আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করে তোলার লক্ষ্যে লঞ্চ করা হয়েছিল শপসি অ্যাপ। বর্তমানে এই প্লাটফর্মে ৮ শতাধিক ক্যাটাগরিতে ১৫ মিলিয়ন প্রোডাক্ট কেনাকাটা করা যায়। ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে এই প্লাটফর্ম ১০০ মিলিয়ন ইউজার্সের মাইলস্টোন অতিক্রম করেছে। ফ্লিপকার্টের 'দ্য বিগ বিলিয়ন ডেজ' সেল চলাকালীন শপসি ছয় গুণ বৃদ্ধির রেকর্ড করেছে। শুধু গ্রাহক নয়, বিক্রেতাদের কাছেও শপসি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ফ্লিপকার্টের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হেড- নিউ বিজনেসেস, আদর্শ মেনন জানান, শপসি অ্যাপ 'গুগল প্লে বেস্ট অব ইউজার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ড' জয় করায় তারা গর্বিত বোধ করছেন।

কলকাতায় আরএলজি ক্লিন টু গ্রীন ক্যাম্পেন

কলকাতা: রিভার্স লজিস্টিকস গ্রুপের (আরএলজি) সাবসিডিয়ারি আরএলজি সিস্টেমস ইন্ডিয়া তাদের ফ্ল্যাগশিপ ক্যাম্পেন 'ক্লিন টু গ্রীন'-এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য কোম্পানির 'অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড কালেকশন স্ট্রাটেজি' ঘোষণা করেছে।

মিনিস্ট্রি অব ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি ও ডিজিটাল ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আরএলজি'র মূল লক্ষ্য হল ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্যে র দায়িত্বশীল নিষ্পত্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে চালিত এই ক্যাম্পেনের অভিমুখ হবে 'সেফ ই-ওয়েস্ট কালেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল'।

আরএলজি'র ক্লিন টু গ্রীন ক্যাম্পেন চালানো হবে ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭০টি আরডব্লিউএ, ৫০ বাল্ক কনজিউমার, ৪০ ডিলার/ রিটেলার ও ৪০টি ইনফর্মাল সেক্টরে। উল্লেখ্য, ভারত হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম 'ই-ওয়েস্ট প্রোডিউসার'। কলকাতায় 'ক্লিন টু গ্রীন অন হুইলস' ক্যাম্পেনের নির্বাচিত স্থান হল – বিড়লা হাই স্কুল ও ইন্দাস ভ্যালি ওয়ার্ল্ড স্কুল।

রয়্যাল প্রিমিয়ার লিগ জিতল ব্রিগেড চামুন্ডা

পার্থ নিয়োগী: তৃতীয় বর্ষের ৮ দলীয় রয়্যাল প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির ব্রিগেড চামুন্ডা। বাবুরহাট স্পোর্টস লাভার্স আয়োজিত আইপিএল এর ধাঁচে হওয়া এই টি২০ ক্রিকেট এখন কোচবিহার জেলার অন্যতম জনপ্রিয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের দিন বাবুরহাট খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হল এবারের ফাইনাল খেলা। মুখোমুখি হয়েছিল শিলিগুড়ির ব্রিগেড চামুন্ডা ও অসম একাদশ। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অসম একাদশ। ১৪.১ ওভারে ৬৯

রানে অল আউট হয়ে যায় অসম একাদশ। অসমের হয়ে সাইমন্ড সিং সর্বোচ্চ ১৫ রান করেন। শিলিগুড়ি চামুন্ডার বোলার অনিল শা ৯ রানের বিনিময়ে দুই উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চামুন্ডাও অসমের মত ব্যাটিং বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। কিন্তু অঙ্কুর সিং এর অনবদ্য ৩০ রানের ওপর ভর করে ১১.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ৭০ রান তুলে নাটকীয় ভাবে জয়লাভ করে শিলিগুড়ি চামুন্ডা। অসমের ডাংকুমার ১৯ রানে ৪ টি উইকেট পেলেও কাঙ্ক্ষিত জয় অসমকে এনে দিতে পারেননি। জয়ের পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে শিলিগুড়ি চামুন্ডার ক্রিকেটার, কোচ সহ সাপোর্টিং স্টাফ সকলে। পুরস্কার তুলে দেন দেবজিৎ সাহা, গণেশ মোদক প্রমুখ।

নীল সাদার স্বপ্নের রাতে মেসি যখন কোচবিহারের ঘরের ছেলে

পার্থ নিয়োগী: ভাবছেন স্বপ্নের আবার রং হয় নাকি ? সে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বপ্ন বর্ণহীন হলেও বিজ্ঞান কিন্তু এও বলে যে আমাদের অবচেতনের চিন্তা, কামনা,বাসনাই স্বপ্ন হয়ে আসে। আর সেই অবচেতনে যদি থাকে আর্জেন্টিনার হাতে বিশ্বকাপ দেখার বাসনা তবে সে স্বপ্ন তো নীল, সাদা হয়েই আসবে। যদিও আর্জেন্টিনার চেয়েও অবচেতনে বেশীর ভাগ মানুষের স্বপ্নে ছিল মেসির হাতে বিশ্বকাপ দেখতে পাওয়া। সারা বিশ্বে বেশীরভাগ মানুষের সমর্থন ছিল আর্জেন্টিনারপ্রতি। ব্যতিক্রম হয়নি শহর কোচবিহারের ক্ষেত্রেও। নইলে শহরের গুরিয়াহাটি ক্লাবে যেখানে বিশ্বকাপের শুরুর দিন থেকে ঝুলছিল ব্রাজিলের বিশাল পতাকা। ফাইনালের দিন সকালে গিয়ে দেখা গেল উধাও ব্রাজিলের সেই পতাকাটি। পরিবর্তে ঝুলছে মেসির ঢাউস পোস্টার আর আর্জেন্টিনার পতাকা। একটু এগিয়ে সুনীল সরনীতে ঐতিহ্য বিল্ডিং এর সামনে প্রাক্তন ফুটবলার সমীর ঘোষের উদ্যোগে রাস্তার দুপাশে লাগান হয়েছে আর্জেন্টিনার নীল সাদা পতাকা। একই ছবি নুতন বাজার চৌপথিতে। তবে শহর ঘুরে বোঝা গেল শহরের আর্জেন্টিনার চেয়েও যেন ব্যাক্তি মেসির জন্যই সবাই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় চাইছে। সেই কথা সোনা গেল খাগড়াবাড়ির সঞ্জয় শর্মা ও নিউটাউনের অরিন্দম রায়ের কথায়। দুজনেরই এক কথা এটাই মেসির শেষ বিশ্বকাপ। তাই আমরা চাই মেসি বিশ্বকাপ জয় করেই মাঠ ছারুক। সেই ধারনা আরও প্রকট হল মদনমোহন বাড়িতে গিয়ে। মেসির হাতে বিশ্বকাপ ওঠারজন্য মেসির জন্য পুজো দিলেন নীল সাদা জার্সিধারী বেশকিছু যুবক। পুজো দিলেন মেসির নামে আর গোত্রের জায়গায় লিখলেন আর্জেন্টিনার নাম। আবার কোচবিহার নিউটাউন ইউনিট ক্লাবে তো একেবারে পুরোহিত ডেকে এনে পুরো শাস্ত্রমতে মেসির জন্য হল যজ্ঞ। আসলে মেসিই হয়ে উঠেছিল সেদিনের রাজনগরের আর্জেন্টিনা। রাজনীতির পতাকার রংভুলে বাম ডান সবার মনেই একটা রং সেদিন নীলসাদা। যুব তৃনমূলের তরফে আবার লালদিঘির পাশে লাগান হল খেলা দেখার জন্য জায়ান্ট স্কিন। একই চিত্র জেলা বিজেপি পার্টি অফিসেও। সবাই যেন মেসি নামক মায়ায় বদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেটা বেশ বোঝাগেল জেলা তৃনমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের কথায়। তিনি বছরের প্রতিদিনই রাজনীতি করি। আজকের দিনটা একদম রাজনীতি ভুলে কেবল মেসির হাতে বিশ্বকাপ ওঠার আনন্দ সবার সাথে ভাগ করে নিতেই লাল দিঘির পাশে জায়ান্ট স্কিনে ফাইনাল দেখতে আসা। বিজেপির জেলা

সম্পাদক বিরাজ বসু বললেন সবাইমিলে ফাইনাল দেখার জন্য এবং অবশ্যই মেসির হাতে ট্রফি দেখার জন্য আজকের এই আয়োজন। মারাদোনা নামের এক ফুটবল জাদুগর ১৯৮৬ তে পেলের সাম্রাজ্যে থাবা বসিয়ে আর্জেন্টিনার আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকে কোচবিহারও ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এই দুইভাগে বিভক্ত হয় বিশ্বকাপ এলে। এই প্রজন্ম দেখেনি পেলে, মারাদোনার খেলা। তাদের কথা শুনে পুরোন ভিডিও দেখে তাদের ভালবেসেছে। কিন্তু তারা দেখেছে নেইমার, মেসির খেলা। ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে ব্রাজিল বিদায় নেওয়ায় অর্দ্ধেক কোচবিহারবাসীর মনে কষ্ট হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এদিন সেই নেইমার ভক্তরাও চাইছিল শেষবেলায় মেসির হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি দেখতে। সন্ধ্যা হতেই দেখা গেল এক অন্য কোচবিহার শহরকে। রবিবার সন্ধ্যায় সাগরদিঘি চত্বরে থাকে প্রচুর ভিড়। কিন্তু এদিন একদম ফাঁকা। ফাঁকা রাজপথ রেখে তখন সিটি অফ বিউটির মানুষ টিভিতে চোখ রেখেছে ফাইনাল দেখার জন্য থুরি মেসির হাতে বিশ্বকাপ দেখার জন্য। প্রথমার্ধে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে আর্জেন্টিনা। হাফটাইমে সবাই তখন একদম নিশ্চিত মেসির হাতে ট্রফি দেখার ব্যাপারে। দেদারে ফুটছিল বাজি। কিন্তু অনেকেই ভুলে গেছিল বিপক্ষে এমবাপে নামে একজন আছেন। আর দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাই চমক শুরু করলেন এমবাপে। যেন শীতঘুম থেকে উঠলেন। এরই মাঝে ডি মারিয়াকে তুলে নিতেই কেমন পানসে হয়ে গেল আর্জেন্টিনার আক্রমন। পেনাল্টি থেকে ফ্রান্সের হয়ে প্রথম গোল করলেন এমবাপে। এরপর শুরু হল ফ্রান্সের মুহুরমুহ আক্রমন। এইবোধ হয় আরেকটি গোল শোধ হয়ে যায় এই চিন্তায় ম্যাগাজিন রোডের আর্জেন্টিনার সমর্থক পার্থ রায়ের মত আরও বেশকিছু আর্জেন্টেনীয় সমর্থক টেনশনে টিভির সামনে থেকে উঠে যায়। আর যেটা ভেবেছিল সেটাই হল। পেনাল্টি বক্সে হাতে বল আর্জেন্টিনীয় ডিফেন্ডারের লাগায় রেফারি ফ্রান্সের পক্ষে পেনাল্টি দেন। । গোল করতে ভুল করেননি এমবাপে। ৯০ মিনিটের শেষে খেলা এবার অতিরিক্ত সময়ে চলে যায়। যেন মেসির হাতে ট্রফি ওঠার অপেক্ষার সময় বাড়ছিল। অতিরিক্ত সময়ে অসাধারণ একটি গোল করে মেসি আবার এগিয়ে দিল আর্জেন্টিনাকে। আবার প্রাণ ফিরে পেল কোচবিহারের জনতা। অনেকেই ধরে নিয়েছিল এই ব্যবধানেই জিতছে আর্জেন্টিনা। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের দেশ ফ্রান্সও যে নাছোর অনেকের মাথায় সেটা আসেনি। আর যেখানে এমবাপে নামের এক স্টাইকার আছে ফ্রান্সে। ফ্রান্সের পালটা আক্রমণ হ্যান্ডবল করে বসল আবার আর্জেন্টিনিয় রক্ষণ।

আবার আগের মত মাথা ঠান্ডা রেখে পেনাল্টিতে গোল করে বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম প্লেয়ার হিসেবে হ্যাট্রিক করার নজির করে নিজেকে স্মরণীয় করে রাখলেন এমবাপে। শেষে খেলা গড়াল সেই টাইব্রেকারে। রাতের অন্ধকারে নীল সাদা আলোয় ঝলমল করতে থাকা কোচবিহারের মানুষের মুখে তখন চিন্তার ছাপ। ট্রফি উঠবে তো মেসির হাতে? আর ফাইনালের দুই প্রতিপক্ষ দেশের খেলা যেন নির্ধারিত সময়ের শেষে হয়ে দাড়াল দুই ফুটবলার মেসি আর এমবাপের মধ্যেকারের খেলায়। প্রথম শট নিতে এসে আগের দুটি পেনাল্টির মত এবারেও অবলীলায় গোল করে গেলেন এমবাপে। এবার আর্জেন্টিনার হয়ে প্রথম শট নিতে এসে সহজেই গোল করে গেলেন মেসি। এরপর যেন দুই দেশের বাকি প্লেয়ারদের মধ্যে লড়াই জিতে মেসি,এমবাপেকে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দেওয়া। নেদারল্যান্ড ম্যাচের মত অভিজ্ঞতায় ও মাথ ঠান্ডা রেখে পেনাল্টি শট মারায় আর্জেন্টিনা বাজিমাত করল। তাই টাইব্রেকার শেষে হতে না হতেই সেলিব্রেশনের জন্য আগাম এনে রাখা বাজিতে মেতে উঠল রাজনগরের মেসি ভক্তরা। মেসির মত এ শহরের অনেক মেসি ভক্তের চোখে তখন জল। মেসির ছবি নিয়ে বাইকে করে মেসির ছবির পোস্টার হাতে নিয়ে মাঝরাতেই রাজনগরের রাজপথে বিজয় মিছিলে মাতল বহু মেসিভক্ত মানুষ। তাদের মেসির নামের জয়ধ্বনির আওয়াজে হুস ফেরাতে মনে হল সত্যিই তো সুদুর লাতিন আমেরিকার আর্জেন্টিনার মেসি যে কবে কোচবিহার শহরের নিজের ছেলে হয়ে উঠেছে সেটাই খেয়াল করা হয়নি।

রাজ্য হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: ছেলেদের অনূর্দ্ধ ১৮ সাব জুনিয়র রাজ্য হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার জেলা দল। এবারের রাজ্য হ্যান্ডবল মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে কোচবিহার ৩০-২২ ব্যবধানে আলিপুরদুয়ার জেলা দলকে পরাজিত করে রাজ্য সেরার শিরোপা লাভ করে। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন কোচবিহারের শুভদীপ বর্মন।

শুরু হল কোচবিহার জেলা ক্রিকেট লিগ

পার্থ নিয়োগী: গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে কোচবিহার স্টেডিয়ামে শুরু হল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত কান্তা ঘোষ ও অভিনন্দন ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট লিগ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত, কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুরোজকুমার ঘোষ, ব্যবসায়ী ভাস্কর ঘোষ প্রমুখ। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন, 'এবারের ক্রিকেট লিগে অংশ নিয়েছে মোট ২৩ টি দল'। উদ্বোধনী ম্যাচে হাজরাপাড়া তরুণ দল ১০০ রানে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে।

দুবিভাগেই চ্যাম্পিয়ন দিনহাটা কলেজ

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার কলেজ আয়োজিত পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তগত কলেজগুলি নিয়ে অনুষ্ঠিত খো খো প্রতিযোগিতায় জয়জয়াকার দিনহাটা কলেজের। ছেলে মেয়ে দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয় দিনহাটা কলেজ। ২০ ডিসেম্বর কোচবিহার কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে মেয়েদের বিভাগে দিনহাটা কলেজ ৯-৫ পয়েন্ট ব্যবধানে তুফানগঞ্জ কলেজ কে পরাজিত করে। অন্যদিকে পুরুষ বিভাগে দিনহাটা কলেজ ১৩-৮ পয়েন্ট ব্যবধানে আয়োজক কোচবিহার কলেজ কে পরাজিত করে। স্বাভাবিকভাবেই দুবিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছস্বিত দিনহাটা কলেজ। এদিনের এই খো খো প্রতিযোগিতায় ৬ টি কলেজের ছেলে ও মেয়েদের মোট ১২ টি দল অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়।

চ্যাম্পিয়ন হলদিবাড়ি কলেজ

পার্থ নিয়োগী: পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স মিটে চ্যাম্পিয়ন হল হলদিবাড়ি কলেজ। রানার্স হয় মাথাভাঙ্গা কলেজ। গত ১৫ ডিসেম্বর কোচবিহার স্টেডিয়ামে এই অ্যাথলেটিক্স মিট অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এই মিটের উদ্বোধন করেন। মোট ৮২ পয়েন্ট পেয়ে হলদিবাড়ি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। মাথাভাঙ্গা কলেজ ৩৭ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স হয়। এদিনের এই আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স মিটে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ১২ টি কলেজের শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয়। মোট ১৩ টি ইভেন্ট ছিল এই মিটে।

নৈশ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন নাট্য সংঘ

পার্থ নিয়োগী: বটতলা ভলিবল কমিটির ৮ দলীয় নৈশ ভলিবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার নাট্য সংঘ। ১৭ ডিসেম্বর রাতে ফাইনালে নাট্যসংঘ ১৫-১০, ১৫-১১ পয়েন্ট ব্যবধানে শুকটাবাড়ি ভলিবল সিক্স দলকে পরাজিত করে। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে নাট্য সংঘ ২-০ সেটে বামনহাট সিক্স দলকে ও দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শুকটাবাড়ি সিক্স ২-১ সেটে তেতুলতলা সিক্স দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। এই নৈশ ভলিবল টুর্নামেন্ট কে ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পরার মত।

ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন শীতলকুচি কলেজ

পার্থ নিয়োগী: পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ষষ্ঠ আন্তঃ কলেজ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শীতলকুচি কলেজ। এবারের এই আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজকের দায়িত্বে ছিল শীতলকুচি কলেজ। তাদের পরিচালনায় এবারের টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে ফাইনালে মুখোমুখি হয় শীতলকুচি কলেজ এবং কোচবিহার কলেজ। নয়ন বর্মনের একমাত্র গোলে শীতলকুচি কলেজ ১-০ ব্যবধানে কোচবিহার কলেজকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96